সত্যজিৎ রায়

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা

ইতি আশীর্বাদক,
কালীকিঙ্কর মজুমদার

পলাশি মানে কি সেই যুদ্ধের পলাশি?

আর ক'টা পলাশি আছে ভাবছিস বাংলাদেশে?

পলাশি!

তুই যদি ভাবিস যে সেখানে এখনও অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। তা হলে খুব ভুল করবি। কিস্যু নেই।
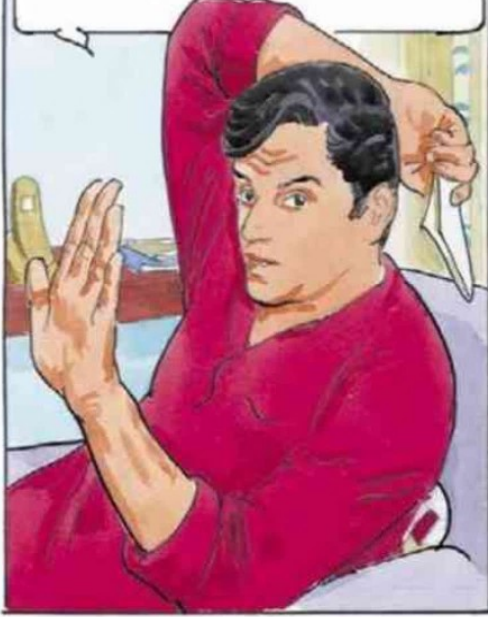
এমনকী, সিরাজদৌল্লার আমলে যে পলাশবন থেকে পলাশির নাম হয়েছিল, তার একটি গাছও এখন নেই।
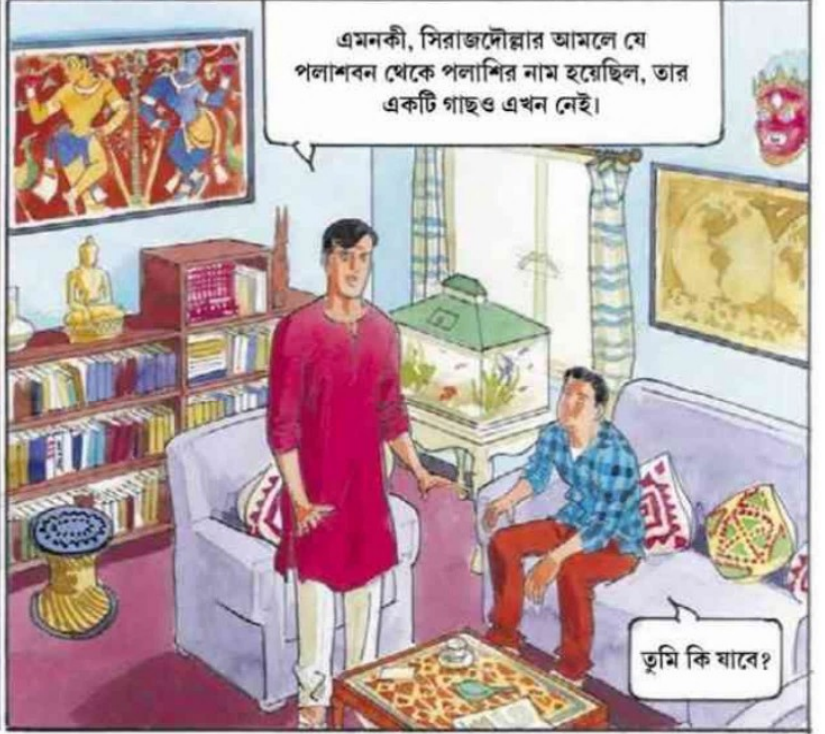
তুমি কি যাবে?

পলাশী
পলাশী
PLASSEY
আর তারপরই কনকনে ঠান্ডা।
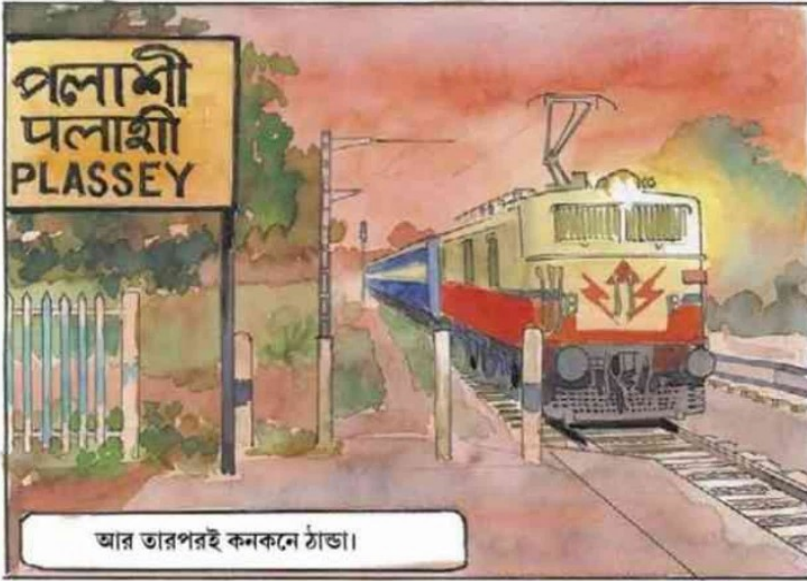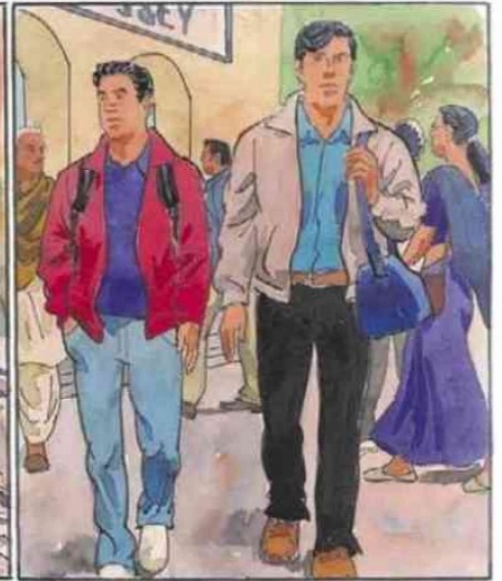
এ তল্লাটে এই একটি গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে যখন...
ভিনটেজ!
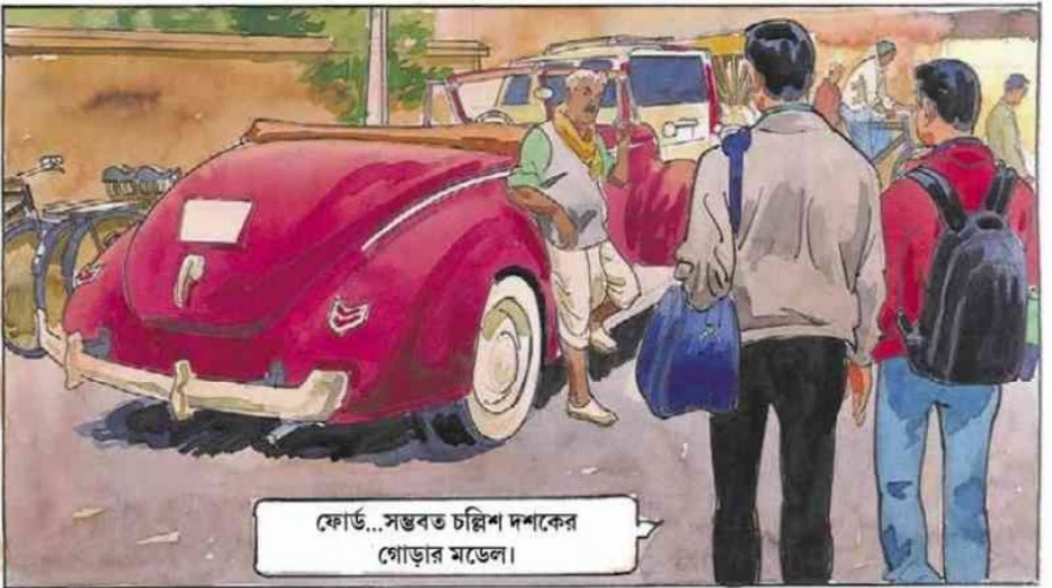
ফোর্ড...সম্ভবত চল্লিশ দশকের গোড়ার মডেল।
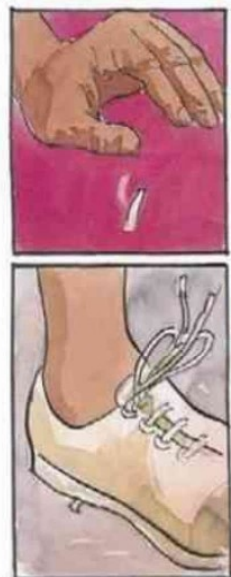
মজুমদার বাড়িতে যাবেন আপনারা?
আজ্ঞে হ্যাঁ... ঘুরঘুটিয়া

আসুন।

এ গাড়ির তো খুব যত্ন নিতে হয়...
বহরমপুরে এক মেকানিক আছে... কর্তার খুব প্রিয় গাড়ি
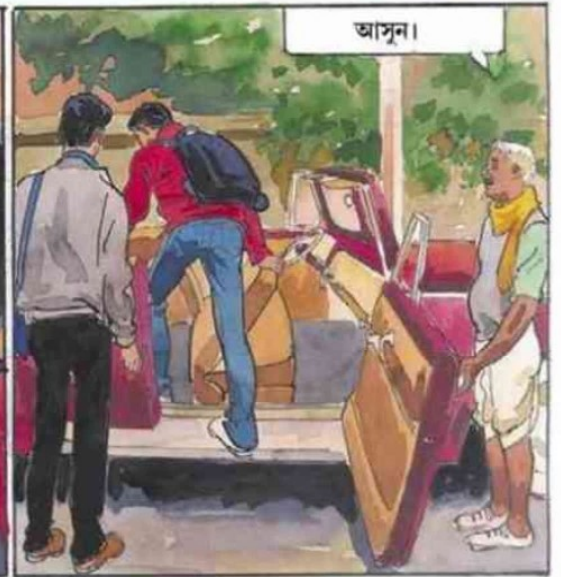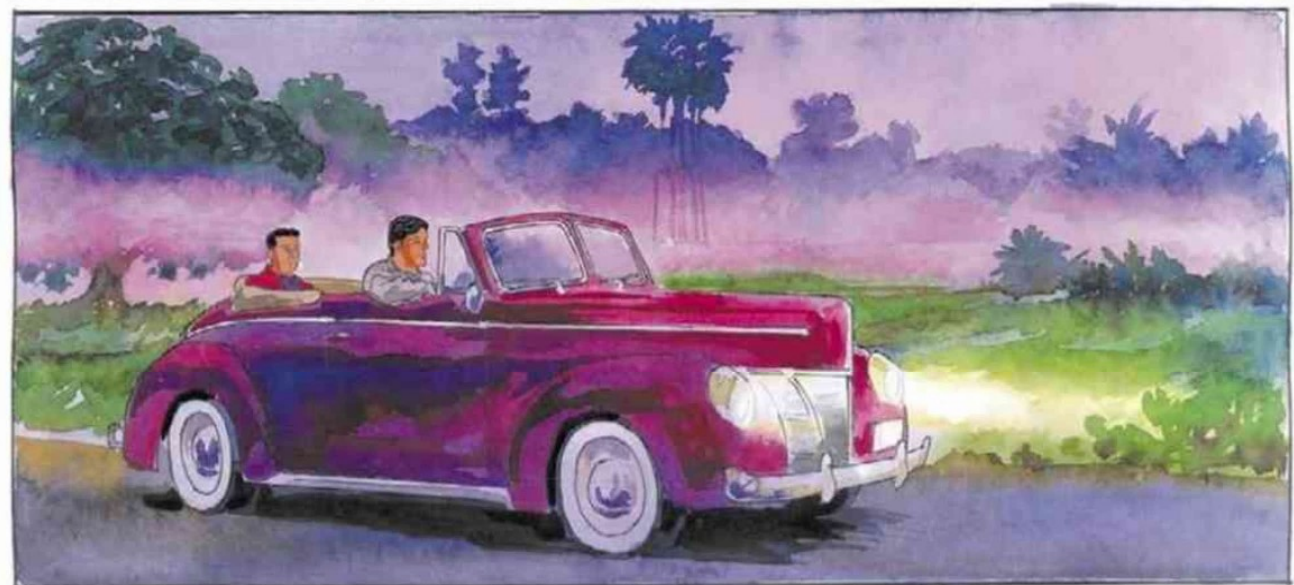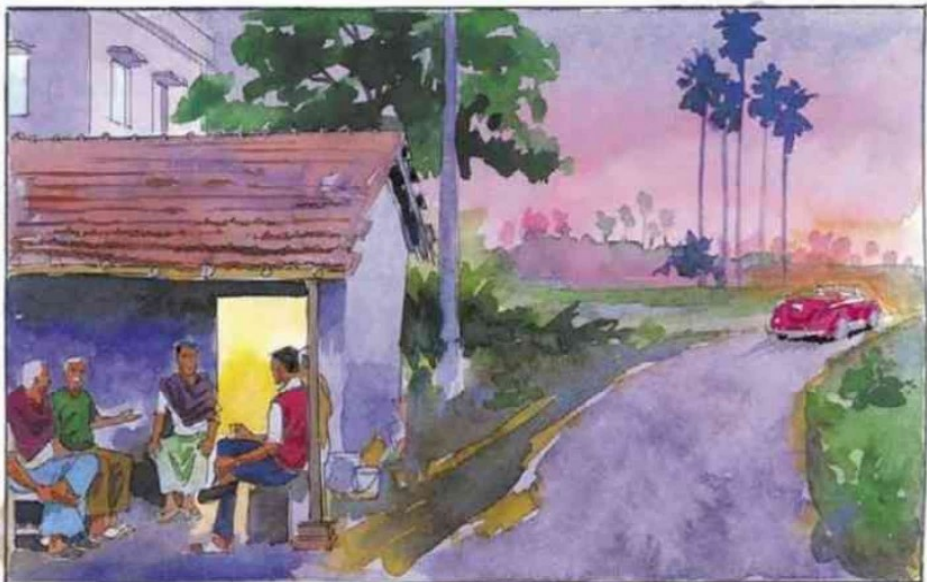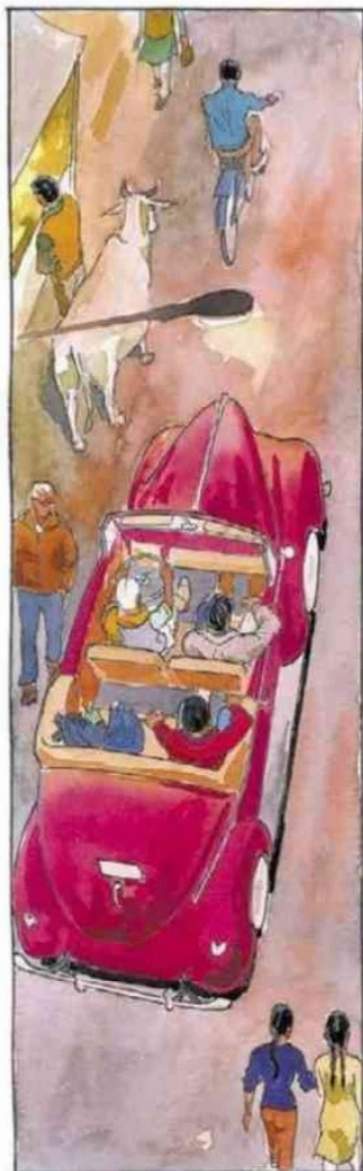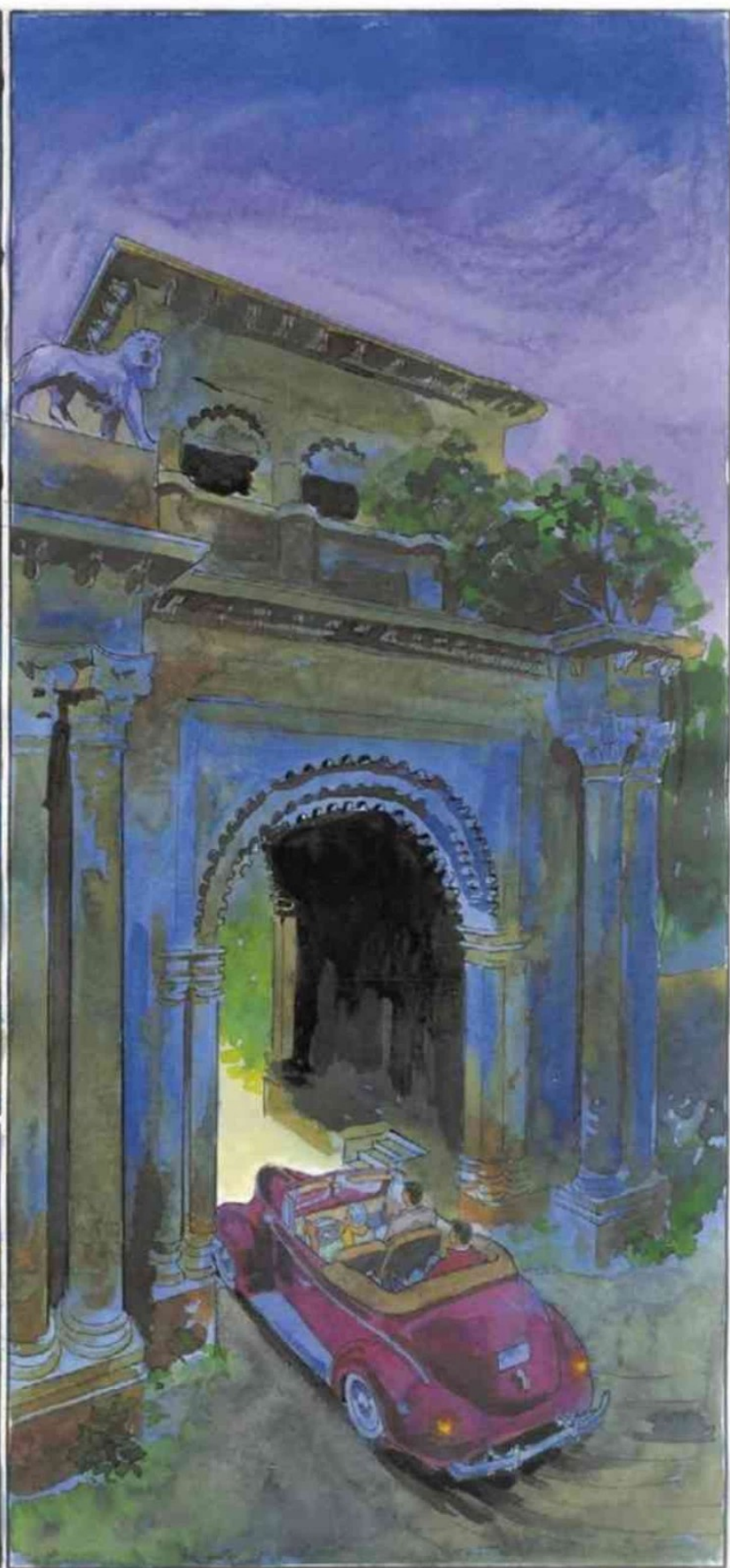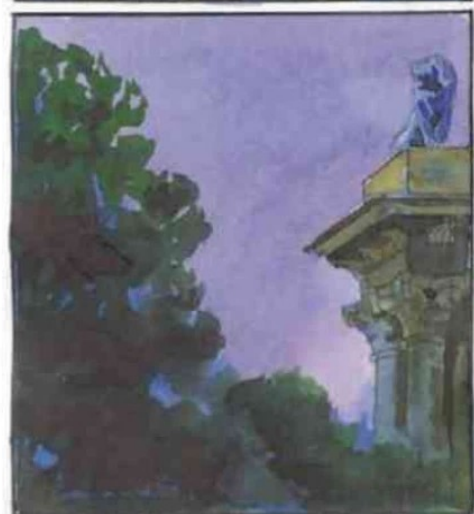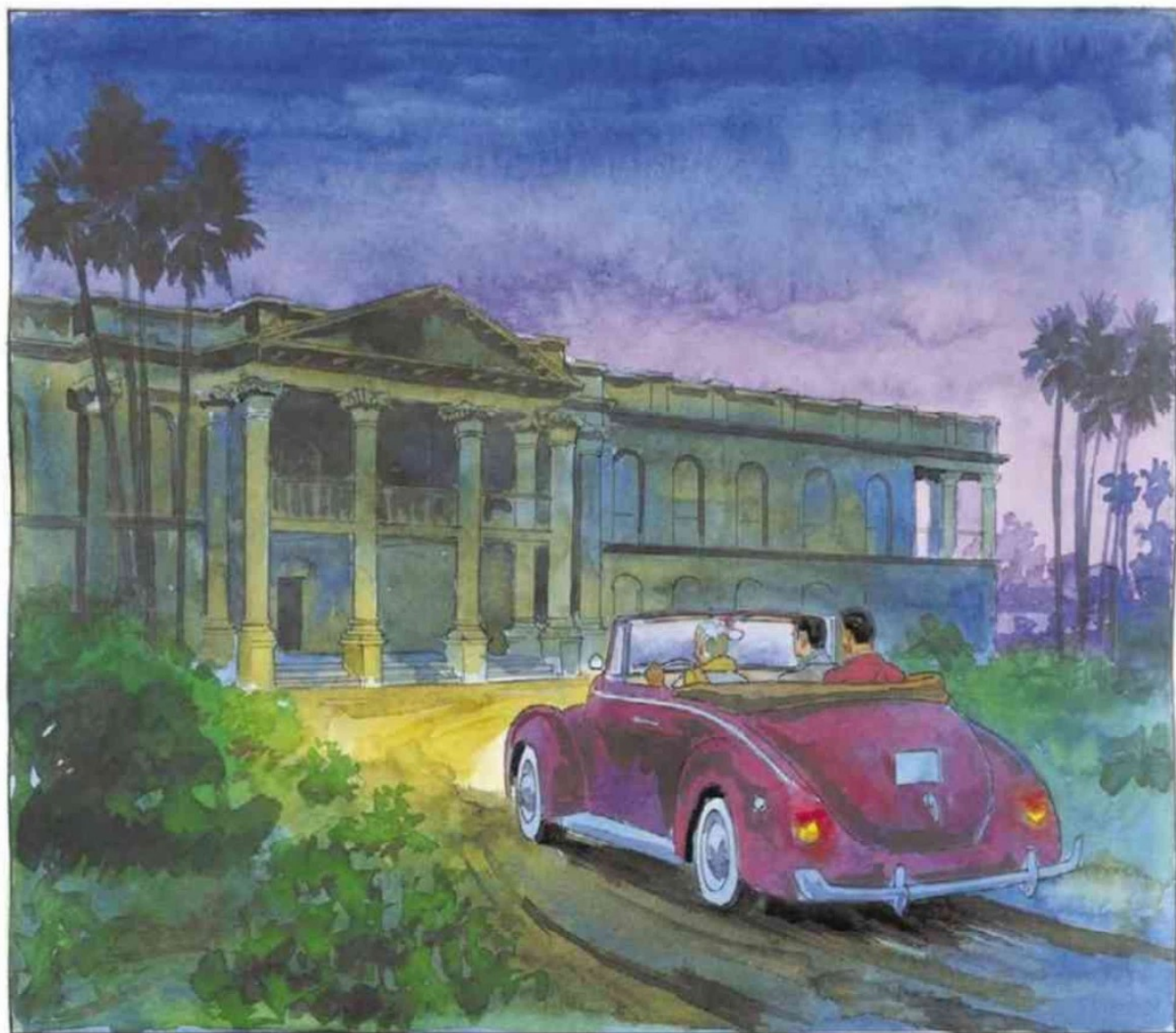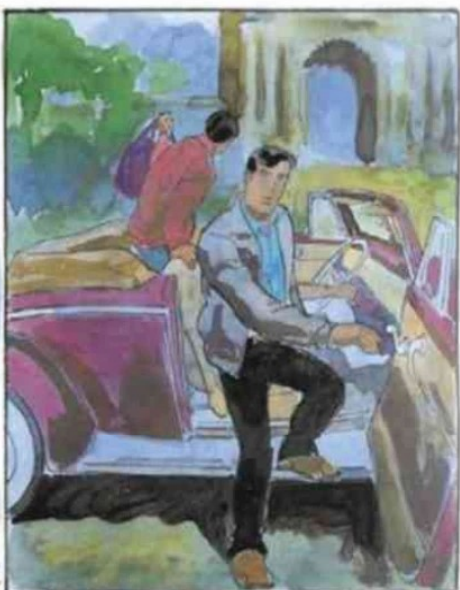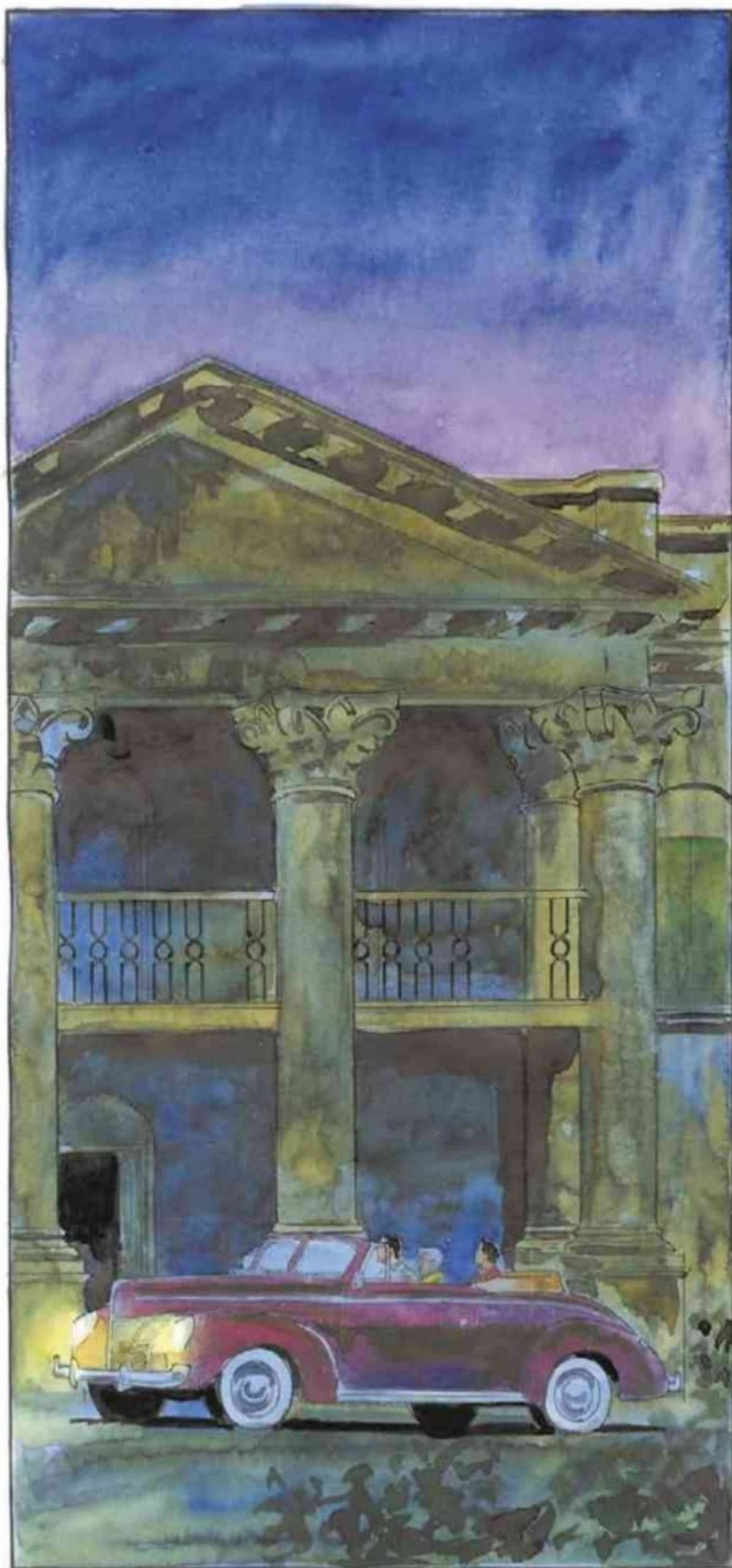
ইলেকট্রিসিটি নেই?
পরশু ডালটা পড়েছে... খবর দেওয়া হয়েছে...

আসুন
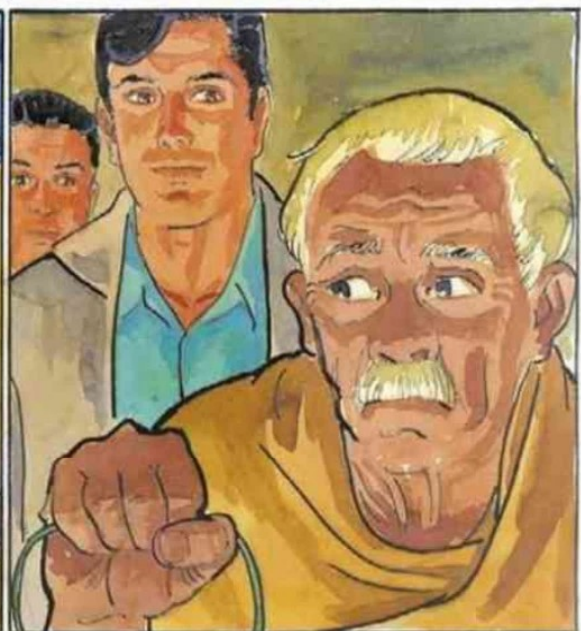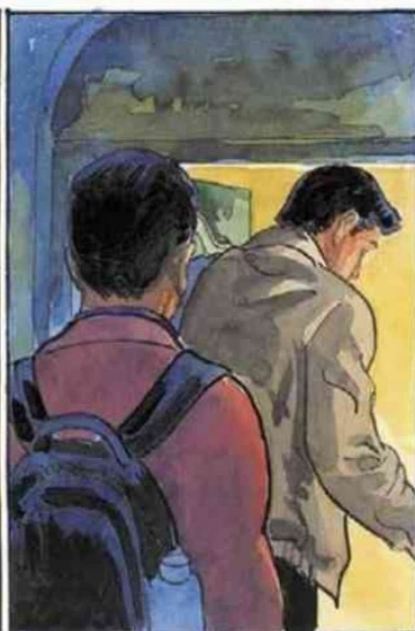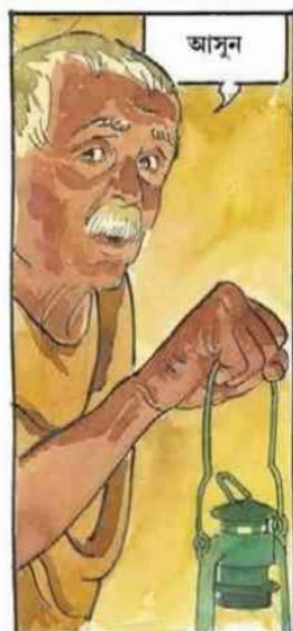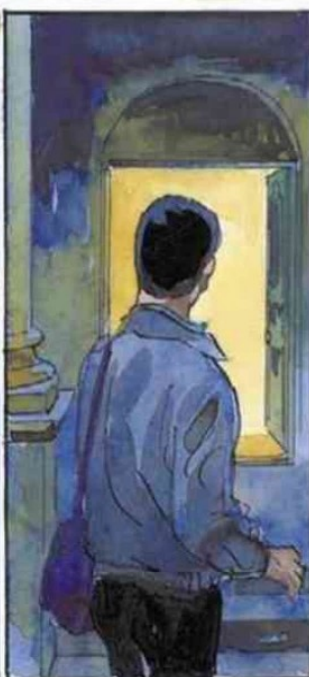
এত বড় বাড়ি... দরজাগুলো বেঁটে-বেঁটে। ছাদটা প্রায় হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়।
দু'শো বছর আগের বাংলাদেশের জমিদার বাড়িগুলো বেশির ভাগই এরকমই ছিল।
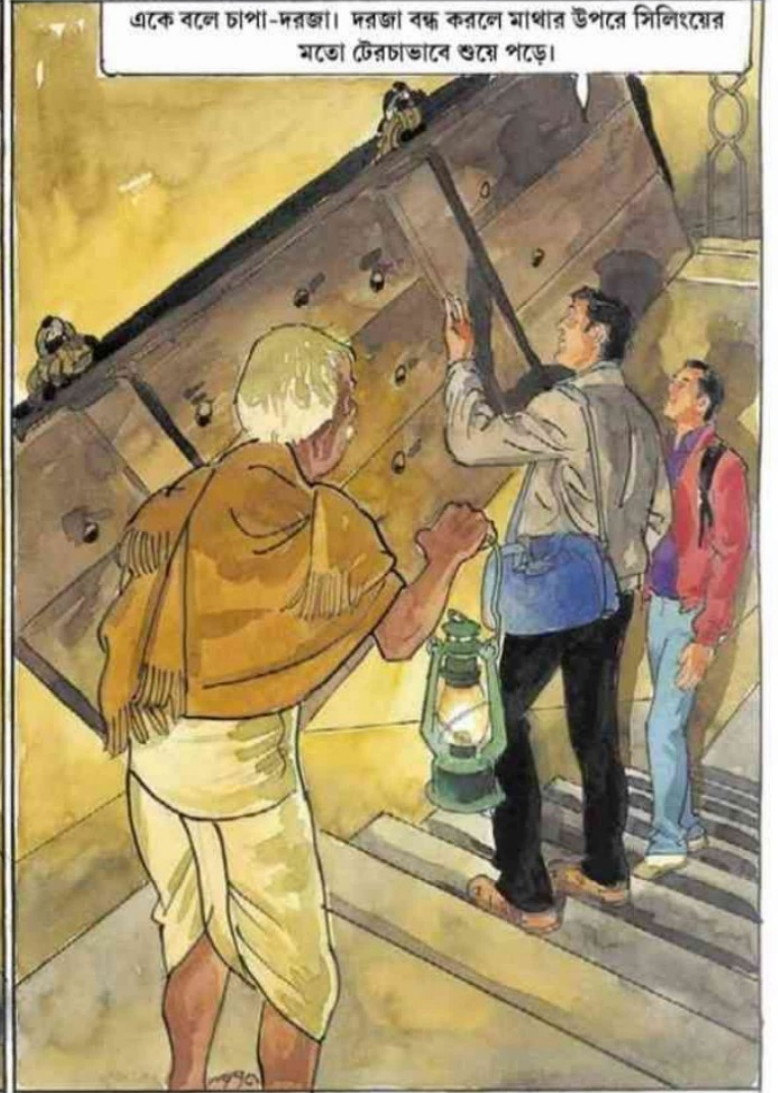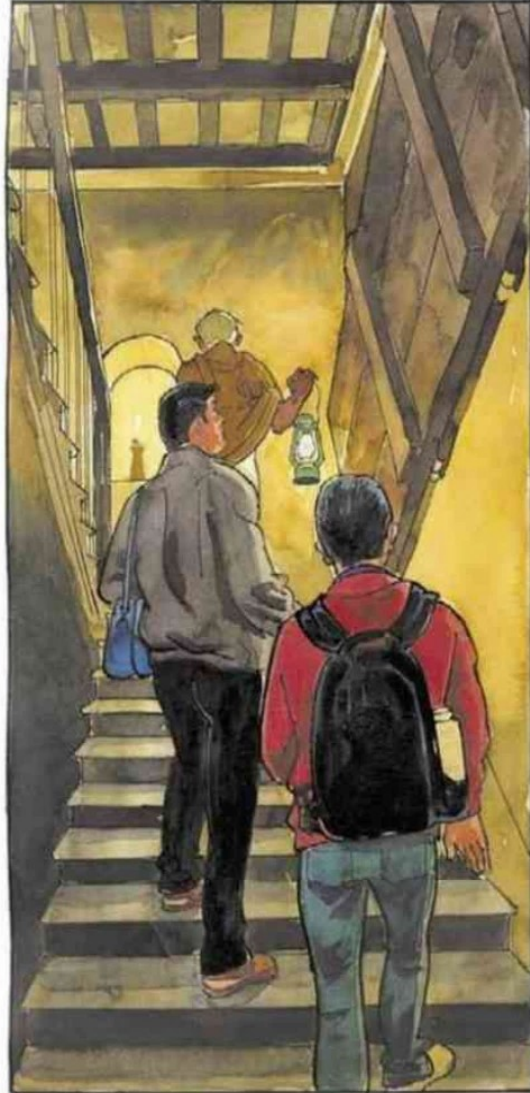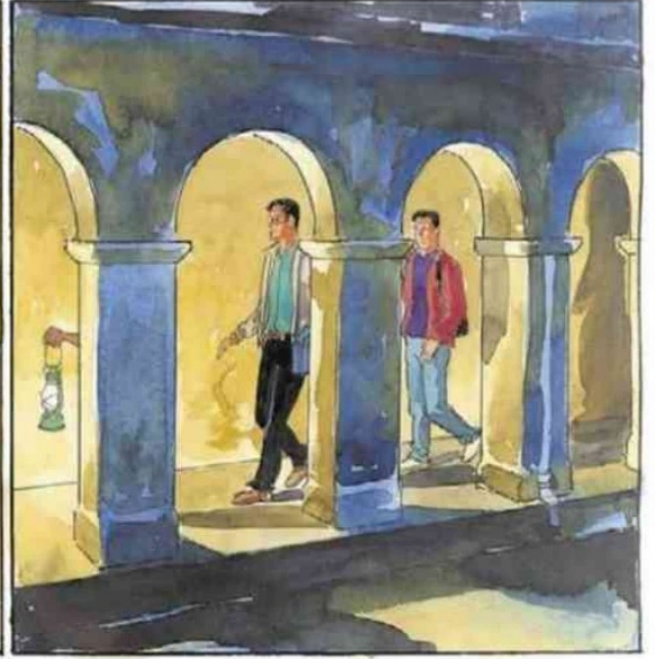
একে বলে চাপা-দরজা। দরজা বন্ধ করলে মাথার উপরে সিলিংয়ের মতো টেরচাভাবে শুয়ে পড়ে।

ডাকাতদের আটকাবার জন্য এরকম দরজা তৈরি হত। ফুটোগুলো দেখছিস। এগুলো দিয়ে বল্লম ঢুকিয়ে ডাকাতদের খুঁচিয়ে তাড়ানো হত।
দিন, আপনাদের ব্যাগগুলো ঘরে রেখে আসি।
আমার খুড়তুতো ভাই তপেশ মিত্র।
বসুন, নাকি বোসো বলব? তুমি তো বয়সে আমার চেয়ে অর্ধেকেরও বেশি ছোটো। তুমিই বলি। কী বলো?
নিশ্চয়ই।
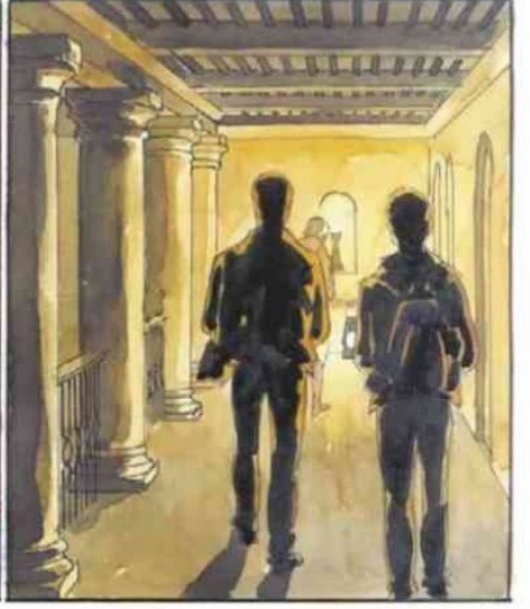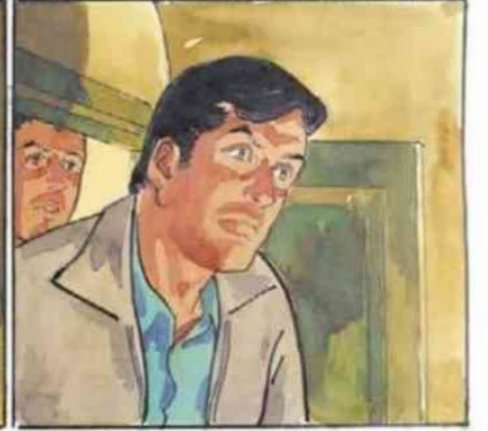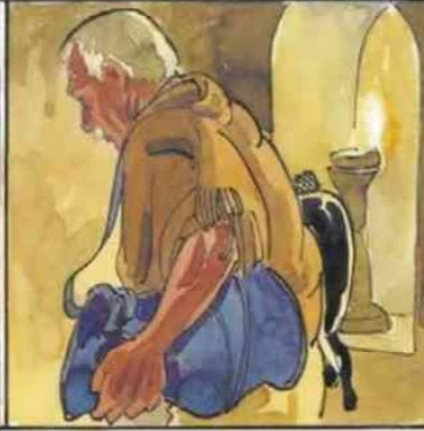
চিঠিটা পেয়ে কৌতূহল হয়েছিল নিশ্চয়ই...
না হলে আর অ্যাদ্দূর আসি?
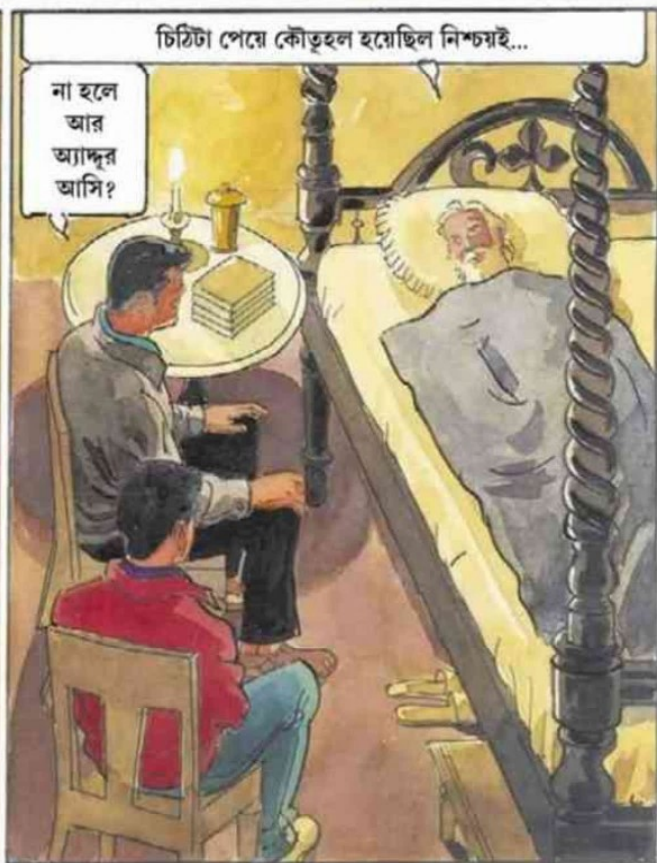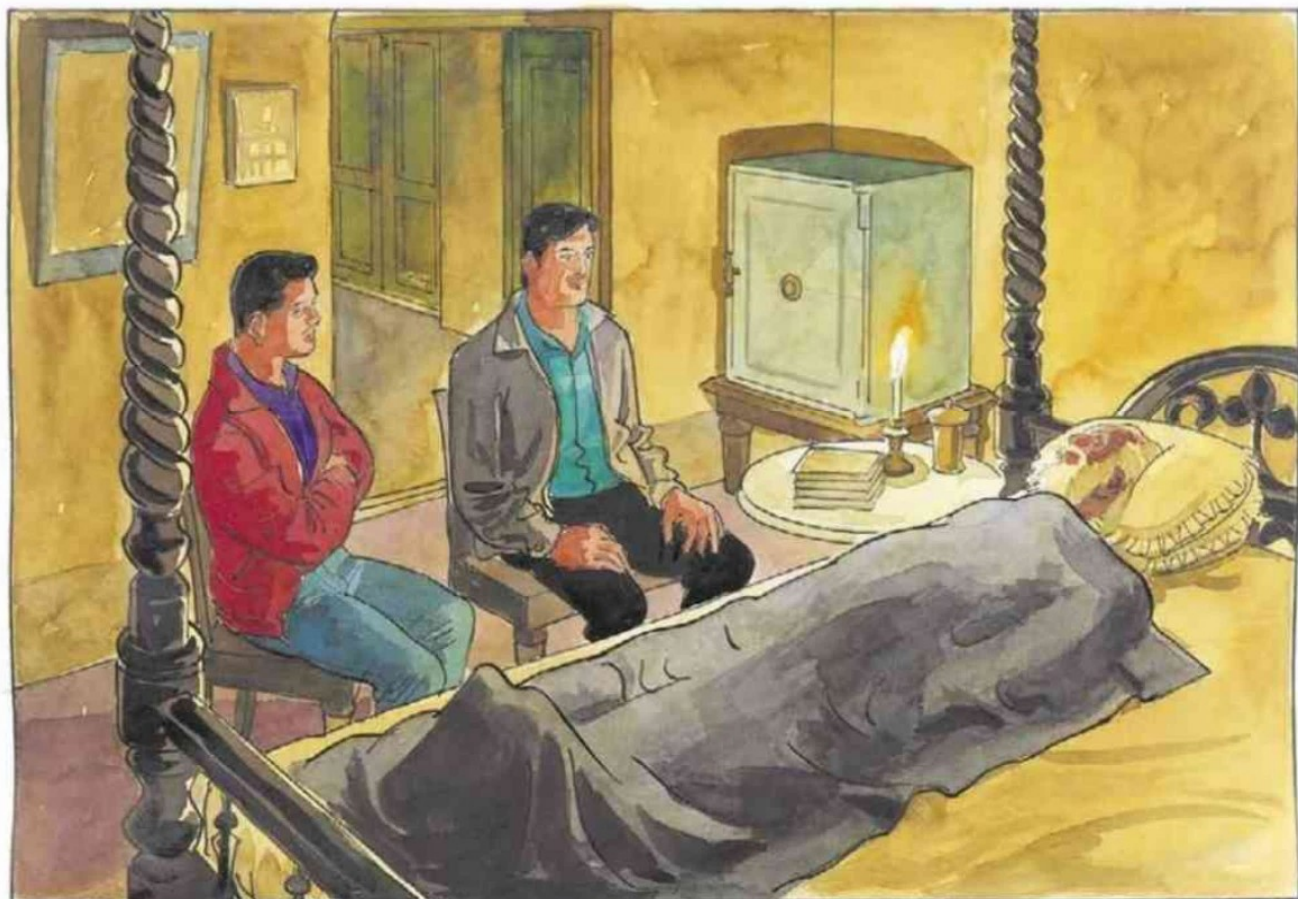
বেশ-বেশ, না এলে আমি দুঃখ পেতাম। মনে করতাম তুমি দাম্ভিক। আর তুমিও একটা পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে।

অবিশ্যি জানি না এ সব বই তোমার আছে কিনা।
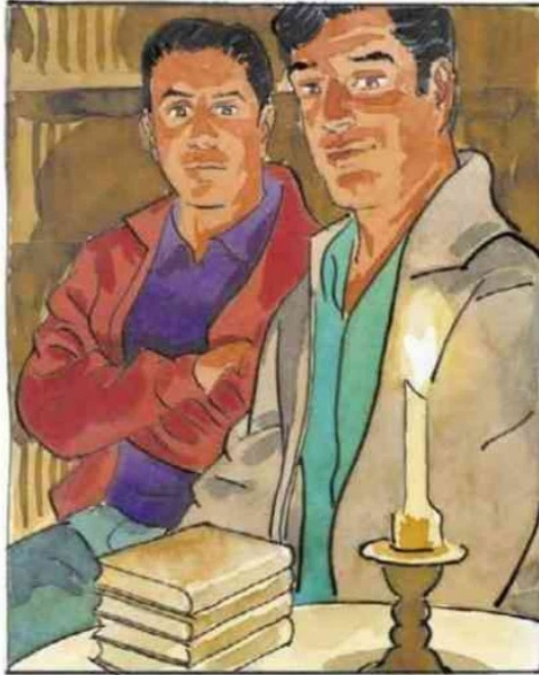
সর্বনাশ! এ যে দেখছি সবই দুষ্প্রাপ্য বই।

আর প্রত্যেকটা আমার পেশা সম্পর্কে। আপনি নিজে কি কোনও কালে...

না, আমি নিজে কোনওদিন গোয়েন্দাগিরি করিনি। ওটা বলতে পার আমার যুবাবয়সের একটা শখ বা হবি।

আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে আমাদের পরিবারে একটা খুন হয়। পুলিশ লাগানো হয়। ম্যালকম বলে এক গোয়েন্দা খুনি ধরে দেয়।

সেই ম্যালকমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে কৌতূহল হয়।

তখনই এইসব বই কেনেন।

সেই সঙ্গে অবিশ্যি গোয়েন্দাকাহিনি পড়ারও খুব শখ হয় এমিল গ্যাবোরিও-র নাম শুনেছ?
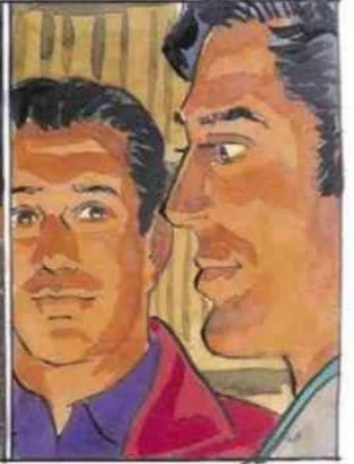
হ্যাঁ-হ্যাঁ। ফরাসি লেখক। প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন।
হ্যাঁ

তার সবক'টা বই আমার আছে। আর তা ছাড়া...

এডগার অ্যালান পো, কোনান ডয়েল...সবই তো রয়েছে দেখছি।

বই যা কিনেছি তার সবই চল্লিশ বছর আগে। তার চেয়ে বেশ আধুনিক কিছু নেই আমার কাছে। আজ-কাল অবিশ্যি এ লাইনের কাজ অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে।

অনেক সব নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তবে তোমার বিষয়ে যেটুকু জেনেছি, তাতে মানে হয় তুমি আরও সরলভাবে, প্রধানত মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে কাজ করছ।

সাকসেসের কথা জানি না, তবে পদ্ধতি সম্বন্ধে যেটা বললেন সেটা ঠিক।
সেটা জেনেই আমি তোমাকে ডেকেছি।
আমার যে শুধু সত্তরের উপর বয়স হয়েছে তা নয়। আমার শরীরও ভাল নেই। আমি চলে গেলে এ সব বইয়ের কী দশা হবে জানি না।
তাই ভাবলাম অন্তত এই ক'টা যদি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে এগুলোর যত্ন হবে, কদর হবে।
এ সবই কি আপনার নিজের বই?
বইয়ের শখ মজুমদার বংশে একমাত্র আমারই। আরও নানা বিষয়ে যে উৎসাহ ছিল আমার সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

তা তো বটেই। আর্কিয়োলজ়ির বই রয়েছে। আর্টের বই, বাগান সম্বন্ধে বই, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনি... এমন কী থিয়েটারের বইও তো দেখছি।
তার মধ্যে কিছু বেশ নতুন বলে মনে হচ্ছে। এখনও বই কেনেন নাকি?
তা কিনি বইকী। রাজেন বলে আমার একটি ম্যানেজার গোছের লোক আছে। তাকে মাসে দু'-তিনবার করে কলকাতায় যেতে হয়। তখন লিস্ট করে দিই। ও কলেজ স্ট্রিট থেকে নিয়ে আসে।
আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।
বইগুলো নিজের হাতে করে তুলে দিতে পারলে আরও বেশি খুশি হতাম। কিন্তু আমার দুটো হাতই অকেজো হয়ে আছে। আরথ্রাইটিস... গেঁটে বাত। হাতের আঙুলগুলো আর ব্যবহার করতে পারি না।
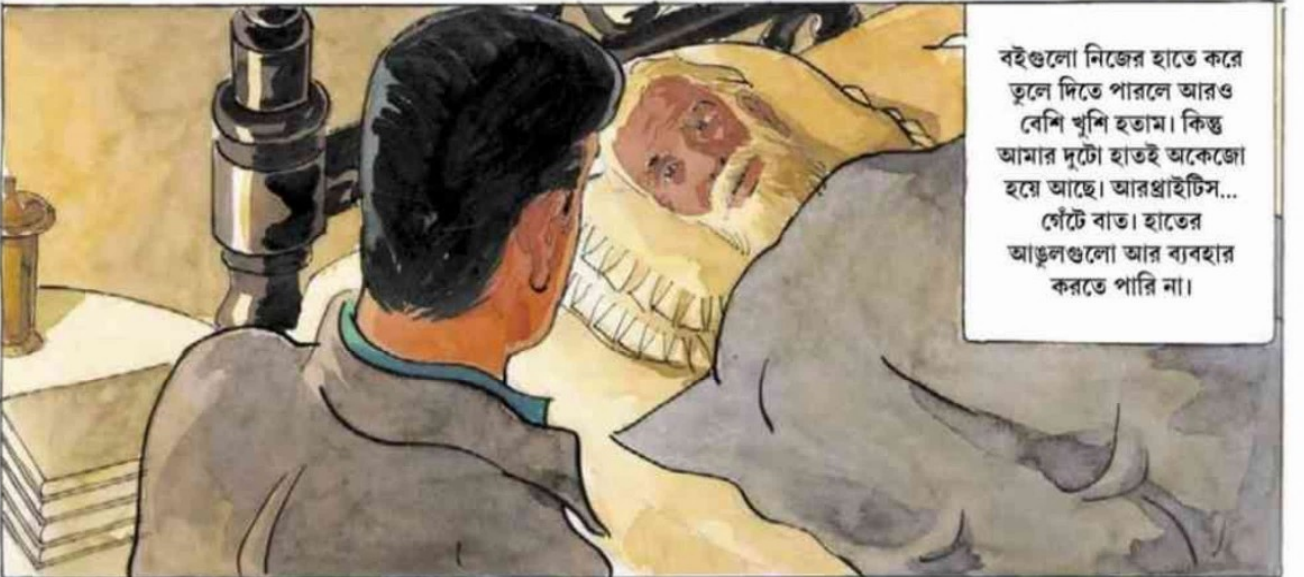
এখন অবিশ্যি আমার ছেলে কিছুদিন হল এখানে এসে রয়েছে। নইলে আমার চাকর গোকুলই আমাকে খাইয়েটাইয়ে দেয়।

আপনার চিঠিটা কি আপনার ছেলে লিখেছিলেন?

না। ওটা লিখেছিল রাজেন। বৈষয়িক ব্যাপারগুলো ওই দেখে। ডাক্তার ডাকার দরকার হলে গাড়ি করে গিয়ে নিয়ে আসে বহরমপুর থেকে। পলাশিতে ভাল ডাক্তার নেই।

গোকুল...
একবার খাঁচাটা আন তো গোকুল। এঁদের দেখাব।
বলো তো...ত্রিনয়ন, ত্রিনয়ন বলো তো...

ত্রিনয়ন বলো
ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন
একটু জিরো,
ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন
একটু জিরো,
ত্রিনয়ন কে?
হো হো হো
সেটি বলব না।
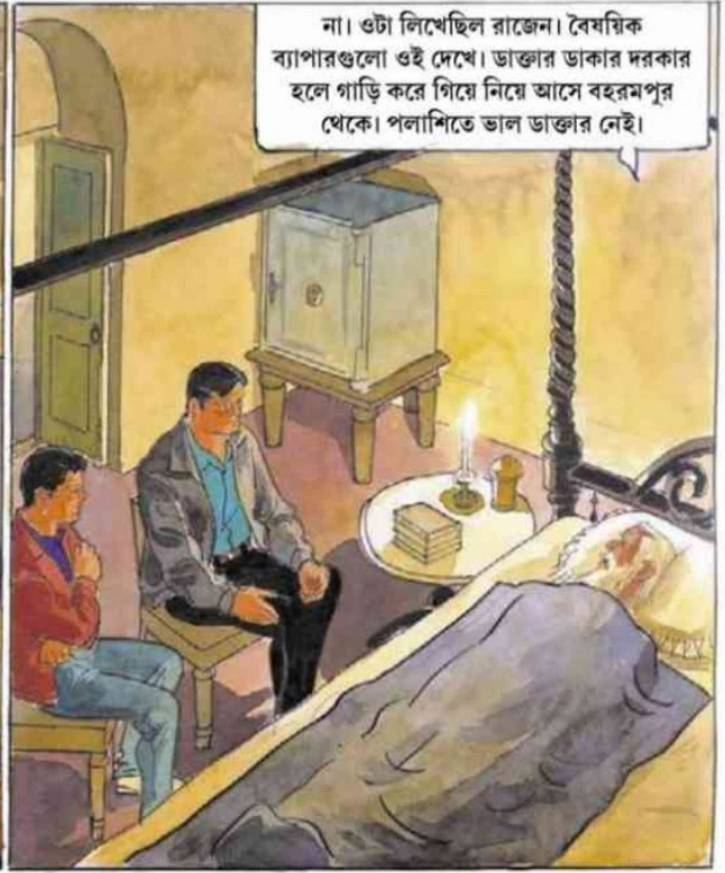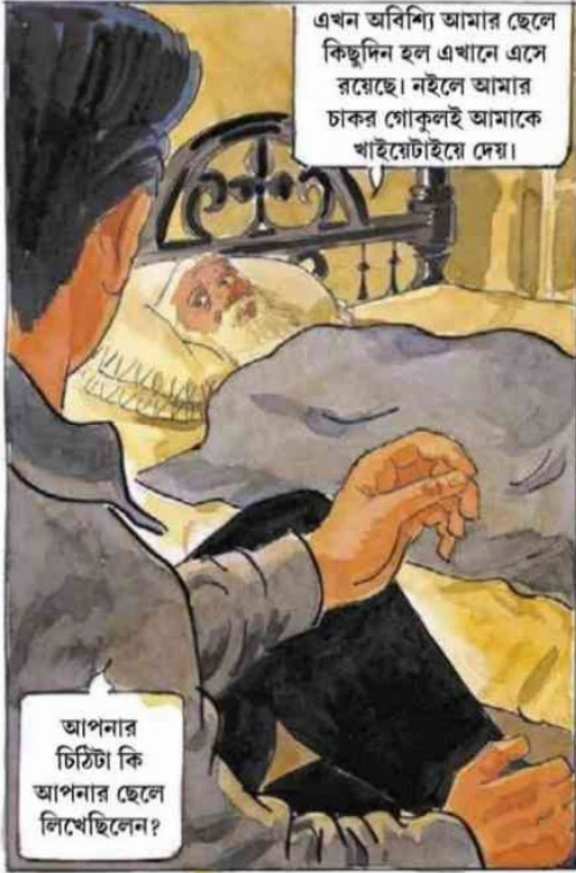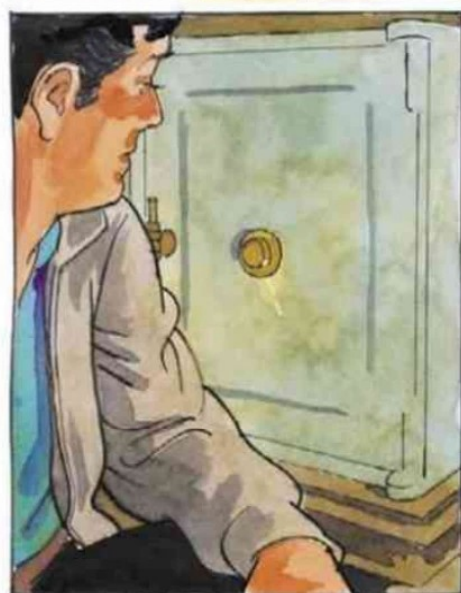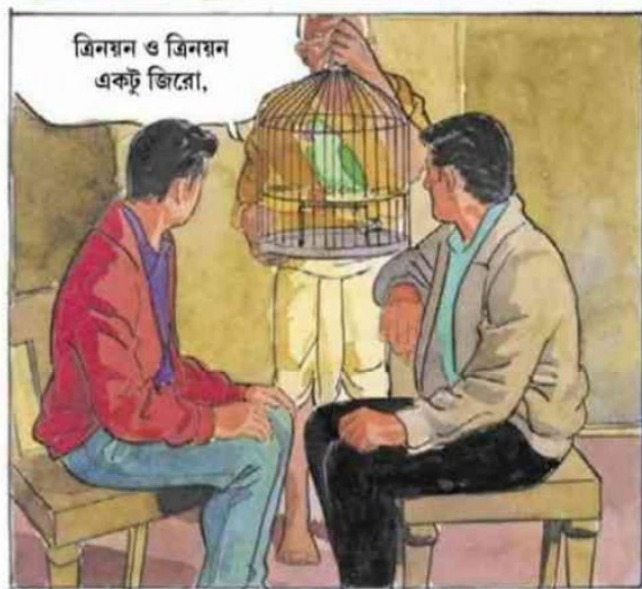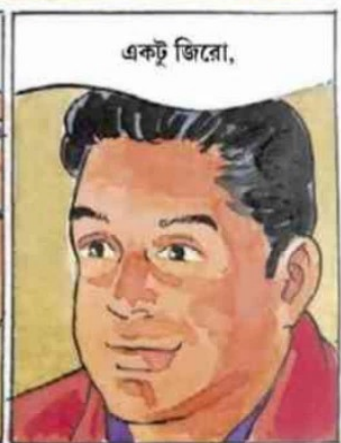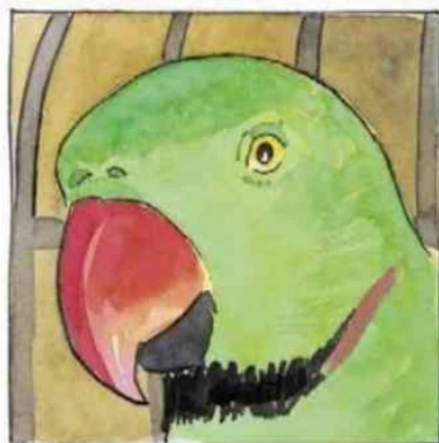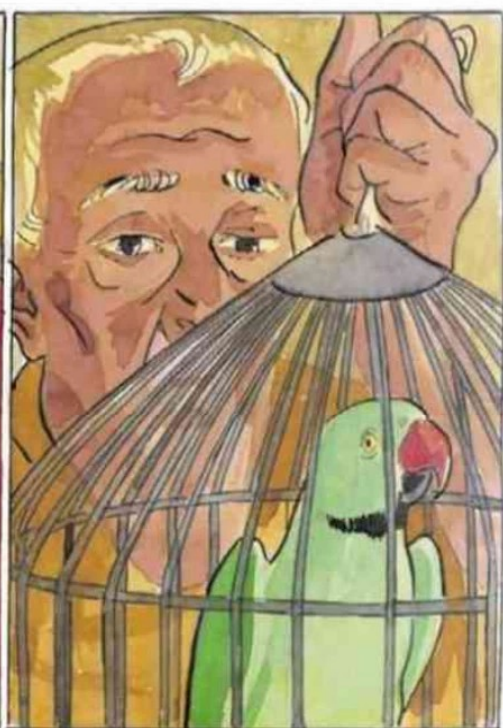
শুধু এইটুকু বলব যে যেটা বলছে, সেটা হল একটা সংকেত। বারো ঘণ্টা সময় আছে তোমার। দেখো তো তুমি সংকেতটা বের করতে পার কিনা। আমার সিন্দুকের সঙ্গে সংকেতটার যোগ আছে বলে দিলাম।

টিয়াকে ওটা শেখানোর পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা সেটা জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পার। বয়সের সঙ্গে অধিকাংশ মানুষের স্মরণশক্তি কমে আসে। বছরতিনেক আগে একদিন দেখি সিন্দুকের সংকেতটা মনে আসছে না। বিশ্বাস করবে? পরদিন চেষ্টা করেও মনে করতে পারিনি। শেষটা মনে পড়ল মাঝরাত্তিরে।

নম্বরটা লিখে রাখিনি কোথাও, কারণ কখন যে কার কী অভিসন্ধি হয়, সেটা তো বলা যায় না।

যাও, ওকে নিয়ে যাও।
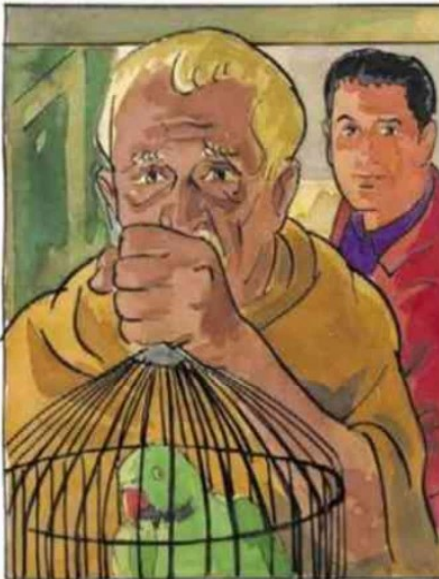
তাই মনে হয়েছিল মাথায় রাখাই ভাল এক আমার ছেলে জানত। কিন্তু সে থাকে বাইরে-বাইরে।

তাই পরদিনই একটা টিয়া সংগ্রহ করে নম্বরটা একটা সাংকেতিক চেহারা দিয়ে পাখিটিকে পড়িয়ে দিই।

এখন ও মাঝে-মাঝেই সংকেতটা বলে ওঠে, অন্য পাখি যেমন বলে...
রাধাকিষণ বা
ঠাকুর ভাত দাও...
কী দেখছ ভাই?
তোমার ডিটেকটিভ চোখে
কিছু ধরা পড়ল নাকি?
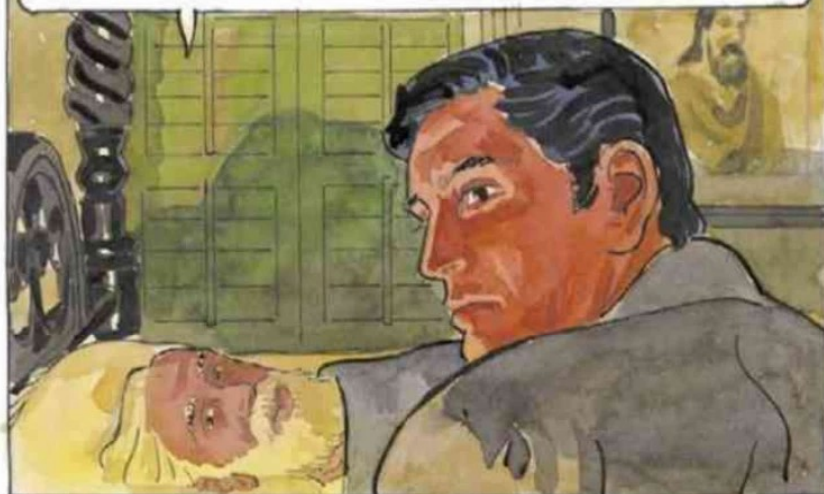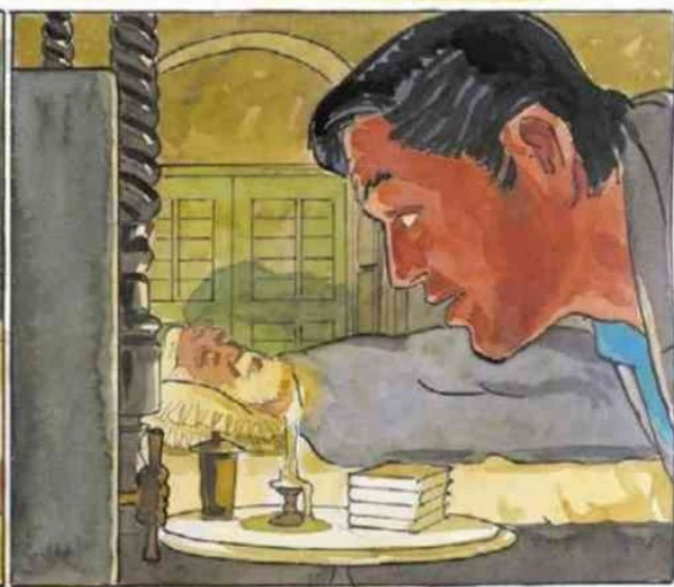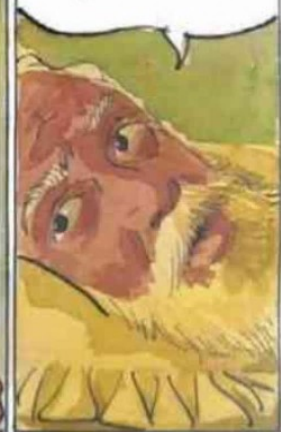
আপনার সিন্দুকের দরজার উপর কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয়। বোধ হয় কেউ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করেছিল।
তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত?
ঝাড়পোছ করতে গিয়ে এরকম দাগ পড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ ধরনের কোনও সম্ভাবনা আছে কি? সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।
বাড়িতে লোক বলতে তো আমি, গোকুল, রাজেন, আমার ড্রাইভার মণিলাল, ঠাকুর আর মালি।
আমার ছেলে বিশ্বনাথ দিনপাঁচেক হল এসেছে। ও থাকে কলকাতায়। ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ নেই। এবার এসেছে আমার অসুখের খবর পেয়ে। গত সোমবার বাগানের বেঞ্চিটায় বসে ছিলাম। ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখে পড়ে যাই।
রাজেন পলাশি থেকে বিশ্বনাথকে ফোন করে দেয়। মনে হচ্ছে, একটা ছোটখাট হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। আমার এমনিতেও আর বেশিদিন নেই। এই শেষ ক'টা দিন কি সংশয়ের মধ্যে কাটাতে হবে? আমার ঘরে ঢুকে ডাকাত আমার সিন্দুক ভাঙবে?
আমার সন্দেহ নির্ভুল নাও হতে পারে। হয়তো আগেই ঘষাটা লেগেছিল। দাগগুলো টাটকা না পুরনো, সেটা এই মোমবাতির আলোয় বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে আর-একবার দেখব। গোকুল বিশ্বাসী তো?

গোকুল রয়েছে তিরিশ বছর।
আর রাজেনবাবু?

রাজেনও পুরনো, বিশ্বাসী লোক। তবে আজ যে বিশ্বাসী কাল যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই।

যাই হোক গোকুলকে বলবেন একটু দৃষ্টি রাখতে। আমার মনে হয় না চিন্তার কোনও কারণ আছে।
যাক।

গোকুল তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। বিশ্বনাথ একটু বহরমপুর গিয়েছে এই ফিরল বলে। ও এলে তোমরা খাওয়াদাওয়া করে নিয়ো।

কাল সকালে যাওয়ার আগে চাও তো গাড়ি করে আশপাশে একটু ঘুরে দেখে নিয়ো। যদিও দ্রষ্টব্য বলে খুব যে একটা কিছু আছে তা নয়।

সংকেতের সমাধান করতে পারলে গ্যাবোরিওর সেটটা তোমায় দেব।

এত ঘর... আমাদের ঘর দিয়েছে বারান্দা পেরিয়ে গলির মধ্যে...
সংকেতটা মনে পড়েছে। তোপসে?
?

ত্রিনয়ন
ও ত্রিনয়ন
একটু
জিরো।
আমার খাতাটা বের করে
সংকেতটা লিখে ফেল।
গ্যাবোরিওর বইগুলোর উপর
বেজায় লোভ হচ্ছে।
এটা বাড়ির পিছন দিক।

একটা পুকুর রয়েছে।
কী নির্জন জায়গা!
ঠান্ডা হাওয়া আসছে... জানলাটা বন্ধ করে দে...
বিশ্বনাথ মজুমদার এলেন বলে মনে হচ্ছে।
যাক এবার খেতে ডাকবে।
যদিও আটটা বেজেছে... বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছে।

কালীকিঙ্করবাবুর পূর্বপুরুষের ছবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মুগুরভাঁজা কুস্তি করা শরীর।
মনে হচ্ছে ইনিই সেই প্রথম ডাকাত জমিদার।
কিছু বলবেন, রাজেনবাবু?
ছোটবাবু ফিরেছেন। ভাত দিতে বলেছি, গোকুল আপনাদের খবর দেবে।

ন্যাপথালিনের গন্ধ...

গরম
পাঞ্জাবিটা
সবেমাত্র
বের করেছে
ট্রাঙ্ক থেকে।

তুমি না থাকলে এই
পোড়ো বাড়িতে পাঁচ
মিনিটও থাকার সাধ্যি
হত না আমার।

ট্রি য়া য়া
এরা এত দেরি করছে কেন বলো তো?
তা মন্দ বলিসনি। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল।
আমাদের এমন ঘর দিয়েছে কেন বলো তো যেখান থেকে কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।
আপনাদের অনেক দেরি করিয়ে দিলাম...
?!
আমার নাম বিশ্বনাথ মজুমদার।

আমার আবার কী শীত, কী গ্রীষ্ম দু'বেলা চান করার অভ্যেস। তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

বসুন।

ক্যান্ডেললাইট ডিনার।
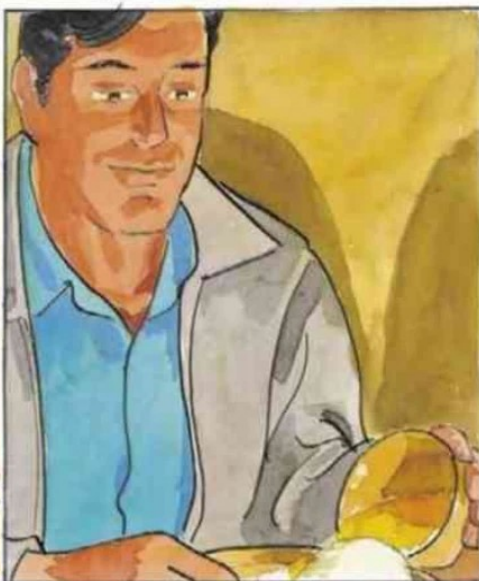
বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে?
হ্যাঁ, উনি আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন।
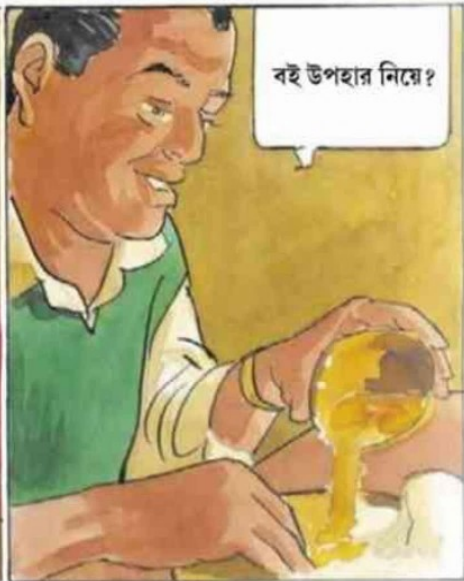
বই উপহার নিয়ে?

হ্যাঁ, আজকের বাজারে এই বই যদি পাওয়াও যেত, তা হলে দাম পড়ত কমপক্ষে কয়েক হাজার টাকা।

আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন জেনে আমি বাবাকে বেশ একটু ধমকই দিয়েছিলাম। শহুরে লোকেদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডেকে এনে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

কী বলছেন মিস্টার মজুমদার! আমার তো এখানে এসে দারুণ লাভ হয়েছে। কষ্টের কোনও কথাই ওঠে না।

আমার তো এই চারদিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। বাবা যে কী করে একটানা এতদিন রয়েছেন জানি না।

বাইরে একেবারেই যান না?
শুধু তাই না। বেশির ভাগ সময়ই ওঁর অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকেন। দিনে দু'বার কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে বসেন।

এখন অবিশ্যি শরীরের জন্য সেটাও বন্ধ।

আপনি আর ক'দিন আছেন?

আমি কালই যাব। বাবার এখন ইমিডিয়েট কোনও ডেঞ্জার নেই।

আপনারা তো বোধ হয় সকাল সাড়ে আটটার ট্রেনে ফিরছেন?
আজ্ঞে হ্যাঁ।
তা হলে আপনারাও যাবেন, আর আমিও বেরব।

আপনার বাবার তো নানা রকম শখ...আপনি নিজে কি একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট ব্যবসাদার?

হ্যাঁ মশাই। কাজকম্মো করে আর অন্য কিছু করার প্রবৃত্তি থাকে না।

এদিকে মাথা করে শুলে তোমার কোনও আপত্তি আছে?
কেন... চোখ খুললেই এই ছবিটা যাতে দেখতে না হয়?

আমার আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের কাহিনিটা যে আমারও খুব ভাল লাগছিল তা নয়।

দেয়ার ওয়াজ়
আ ব্রাউন ক্রো!
ব্রাউন ক্রো? কাক
ব্রাউন হয় নাকি?
গ্যাবোরিওর বইগুলো
বোধ হয় পেয়ে গেলাম
রে তোপসে!

সে কী!
সমাধান হয়ে
গেল?
খুব সহজ। এদেশে এসে সাহেবরা যখন গোড়ার দিকে হিন্দি শিখত, তখন উচ্চারণের সুবিধের জন্য কতকগুলো কায়দা বের করেছিল।
দেয়ার ওয়াজ় আ ব্রাউন ক্রো-এটা আসলে সাহেব তার বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করতে বলছে, দরওয়াজা বন্ধ করো।
দেয়ার ওয়াজ়
এ ব্রাউন ক্রো।
এই ত্রিনয়নকে তিন ভেবে বার-বার হোঁচট খাচ্ছিলাম।
সেকী! ওটা তিন নয় বুঝি?
উঁহু। তিন নয়। ত্রিনয়নের ত্রি-টা হল তিন। আর নয়ন হল নাইন। দুইয়ে মিলে থ্রি-নাইন। ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন মানে হল থ্রি-নাইন ও থ্রি-নাইন।
ও মানে জ়িরো...
একটু জিরো?
এইট টু জ়িরো...
পুরো সংখ্যা হল
থ্রি নাইন জ়িরো থ্রি
নাইন এইট টু জ়িরো।
এবার ঘুমো।

কিছু বলবেন?
ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের আর কিছু দরকার লাগবে কিনা।
না-না কিচ্ছু না। সব ঠিক আছে।
কী ভাবছ?
কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রায় কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন। আর রাজেনবাবু চলে যাওয়ার প্রায় পঁচিশ মিনিট পর বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই।
তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যায়নি।
তিনটে লোকই আছে তো? নাকি একজনই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে?
তিনজনই এক লোক?
দেখি কাল সকালে কী দাঁড়ায়।
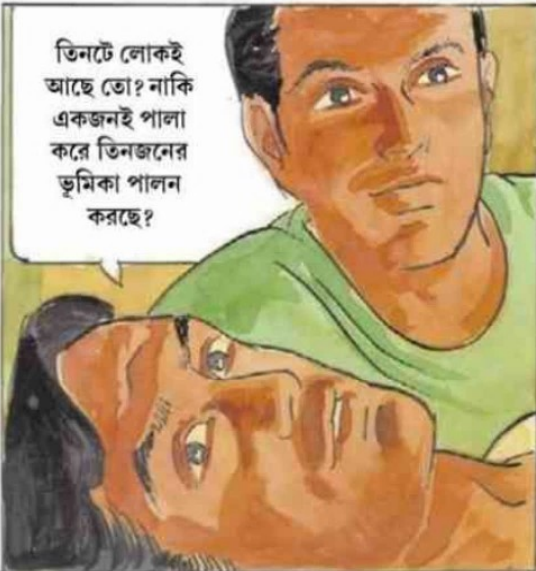
রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল টের পাসনি?
মেঘের গর্জন শুনেছি...

কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন?
কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন?
বোলো, আমরা আধঘণ্টা বাদে আসছি।
এসো-এসো,
ঠান্ডা হাওয়া আসছিল, গোকুলকে বললাম ভিজিয়ে দিতে।
গ্যাবোরিওর বইগুলো আগে থেকেই বের করে রেখেছি। কারণ আমি জানি তুমি সফল হবেই।
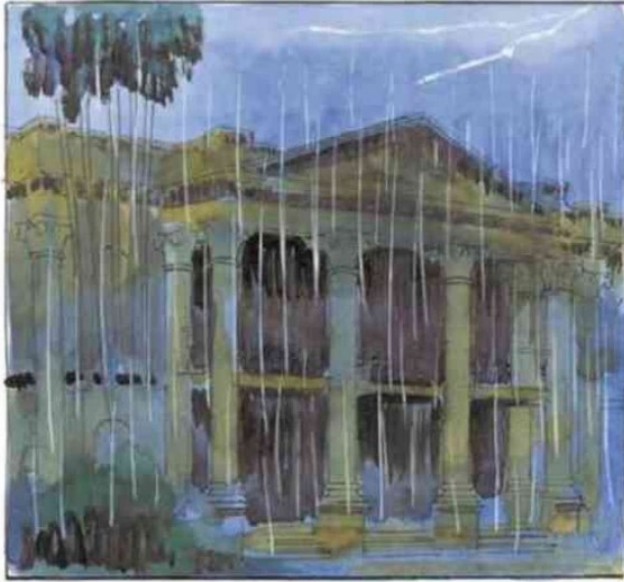
হয়েছি কিনা সেটা আপনিই বলবেন। থ্রি-নাইন-জ়িরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জ়িরো। ঠিক আছে?

সাবাশ, গোয়েন্দা।

নাও, বইগুলো তুলে নাও। আর দিনের আলোয় একবার দাগগুলো দেখো দেখি।

ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকলেই হল।

তোমরা চা খেয়েছ তো?
আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিশ্বনাথ খুব ভোরে বেরিয়ে গিয়েছে। বলল ওর দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে হবে। রাজেন গিয়েছে বাজারে।
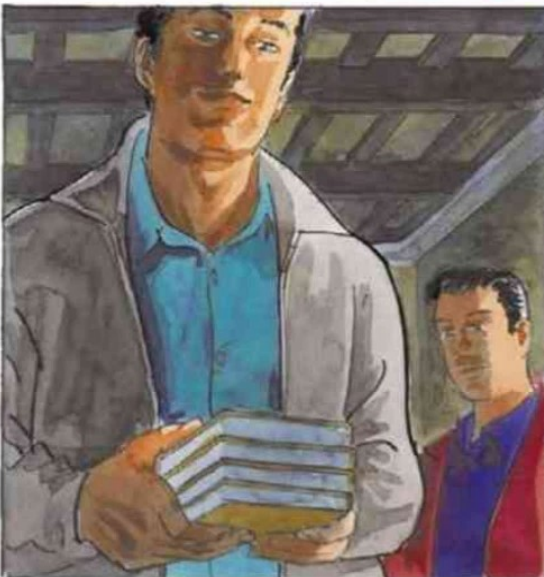
আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব...
ধন্যবাদ আবার কীসের... ড্রাইভারকে বলা আছে। তোমরা কি স্টেশনে যাবার আগে একটু আশপাশে ঘুরে দেখতে চাও?

আমি ভাবছিলাম এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়তো ৩৭২ ডাউনটা ধরতে পারব।
তা বেশ তো।

তোমাদের মতো শহুরে লোকদের পল্লিগ্রামে বন্দি করে রাখতে চাই না আমি। তবে তুমি আসায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। এটা আমার একেবারে অন্তরের কথা।
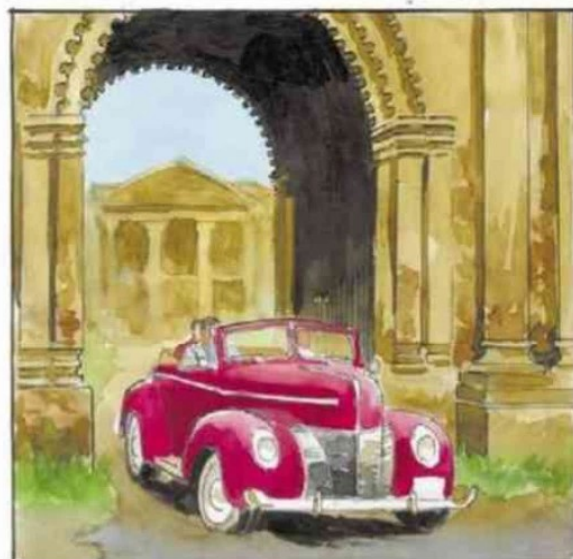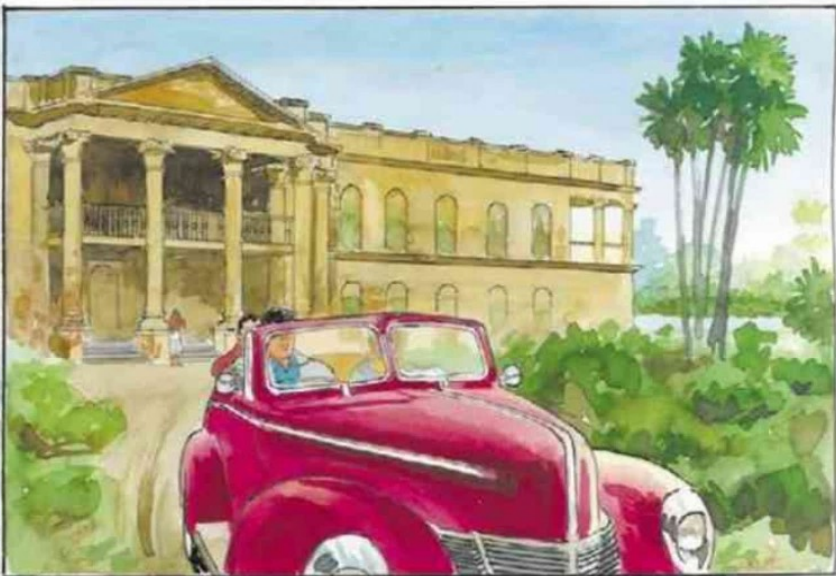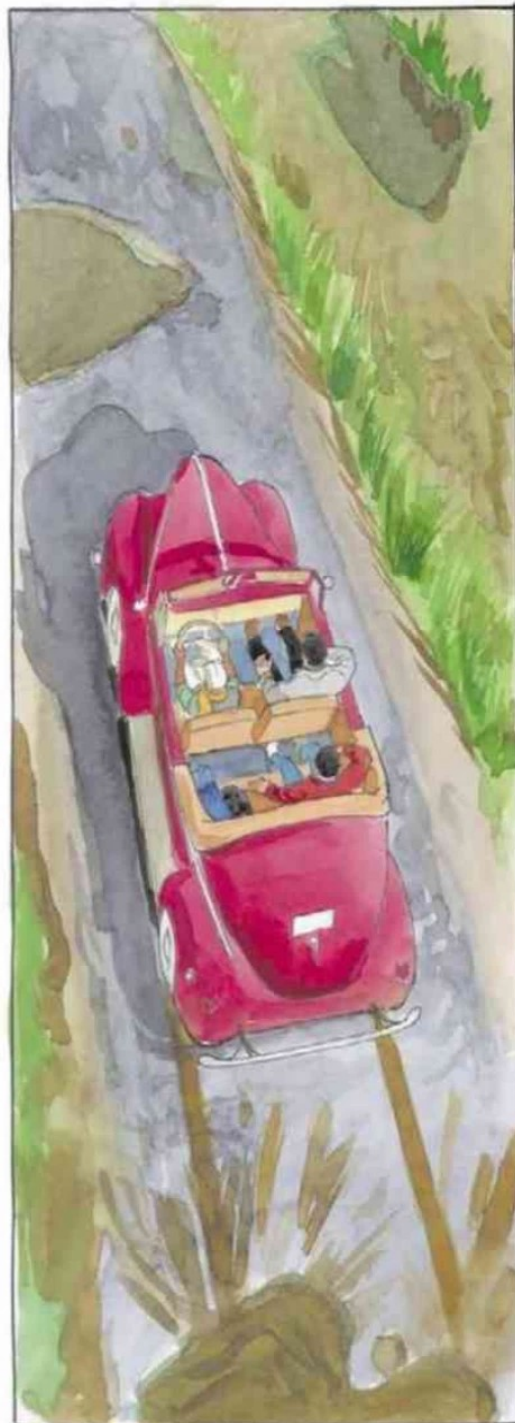
স্টেশনে বা কলকাতা যাওয়ার কি এ ছাড়া আর অন্য কোনও রাস্তা আছে?
আজ্ঞে না বাবু।

এখানকার থানাটা কোথায় জানেন?
জানি বাবু।

চলুন তো, তাড়া আছে।

বর্ষা

... ঠিক আছে এখন রাখছি।
?
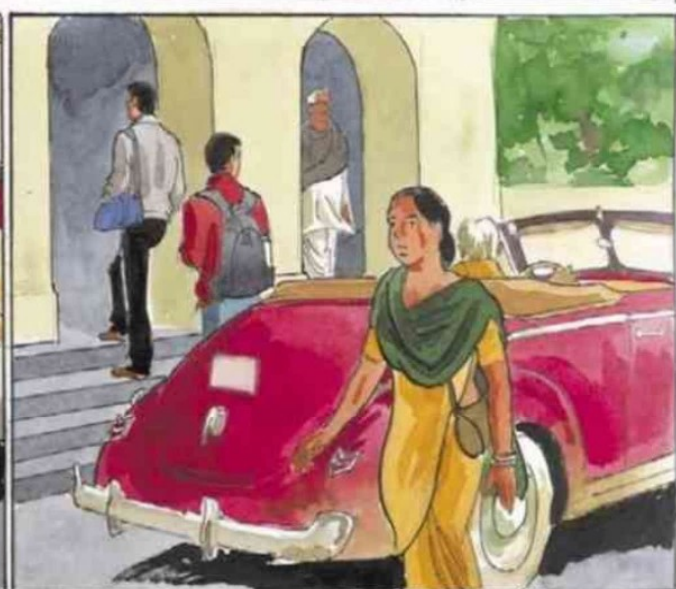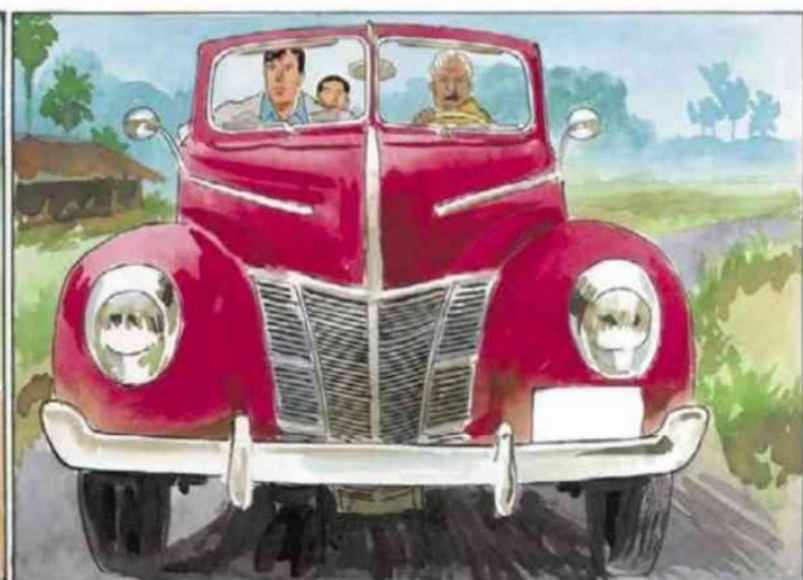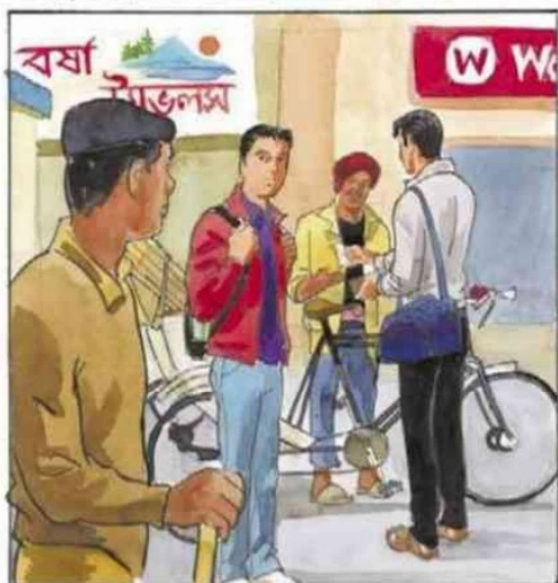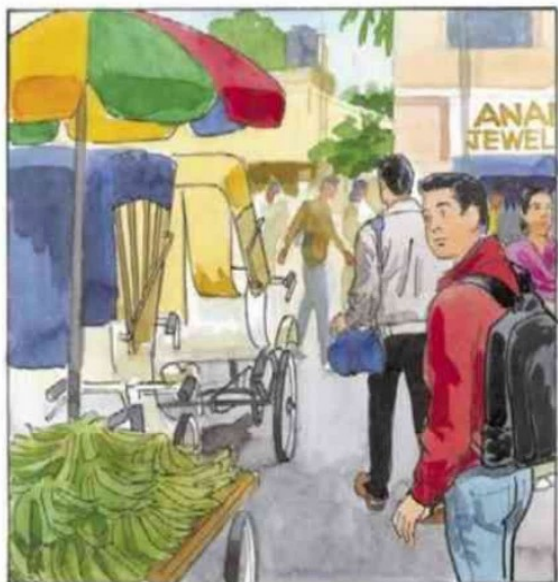
কী ব্যাপার... ফেমাস ডিটেকটিভও এই রণক্ষেত্রে...
ঘুরতে এসে জড়িয়ে পড়েছি।
সে তো বুঝতেই পারছি। বলুন, আমি সাব ইন্সপেক্টর সরকার। বলুন কী করতে পারি?

ঘুরঘুটিয়ার কালীকিঙ্কর মজুমদার সম্বন্ধে কী জানেন বলুন তো।
WEST BENGAL
কালীকিঙ্কর মজুমদার... তিনি তো ভাল লোক বলেই জানি মশাই। তার সম্বন্ধে কোনওদিন বদনাম শুনিনি।

আর তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ? তিনি কি এখানেই থাকেন?
সম্ভবত কলকাতায়। কেন কী ব্যাপার মিস্টার মিত্তির?

আপনার গাড়িটা নিয়ে একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবেন? ঘোরতর গোলমাল বলে মনে হচ্ছে।
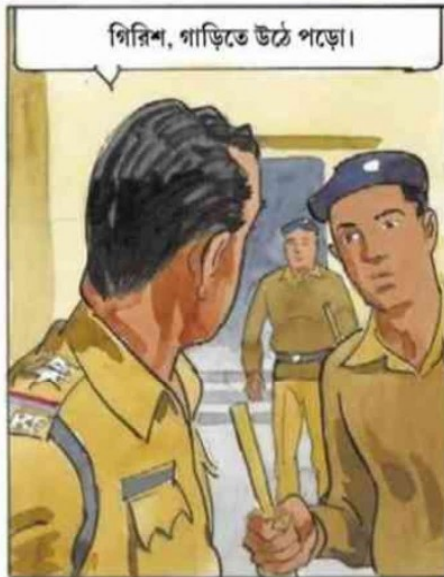
গিরিশ, গাড়িতে উঠে পড়ো।

আরথ্রাইটিস, সিন্দুকে দাগ, ডিনারে বিলম্ব, রাজেনবাবুর গলা ধরা, ন্যাপথালিন, সব ছকে পড়ে গিয়েছে রে তোপসে। ফেলু মিত্তির ছাড়াও যে অনেক লোকে বুদ্ধি রাখে সেটা সব সময় খেয়াল থাকে না।

বিশ্বনাথবাবুর গাড়ি...কলকাতায় যাননি...

তুমি এ গাড়ির ড্রাইভার?
আ-আজ্ঞে হ্যাঁ।
বিশ্বনাথবাবু কোথায়?
আ আ

গোকুল,
বিশ্বনাথবাবু কোথায়?

তিনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছেন।

দেখুন তো মিঃ সরকার।

শোনো গোকুল,

একটিও মিথ্যে কথা বললে, তোমায় হাজত যেতে হবে... কালীকিঙ্করবাবু কোথায়?

আ, আজ্ঞে তাঁকে খুন করেছেন...
?
কে?
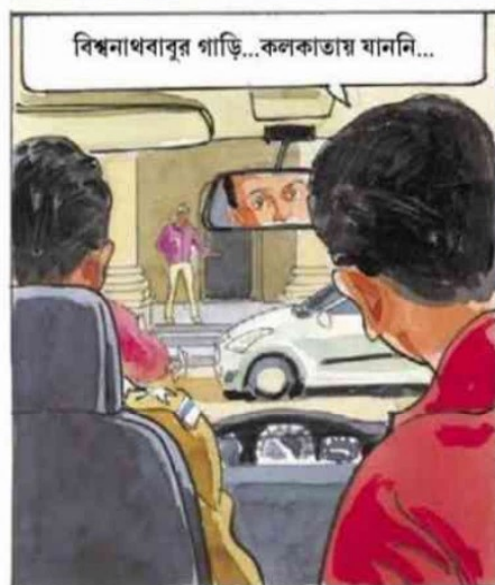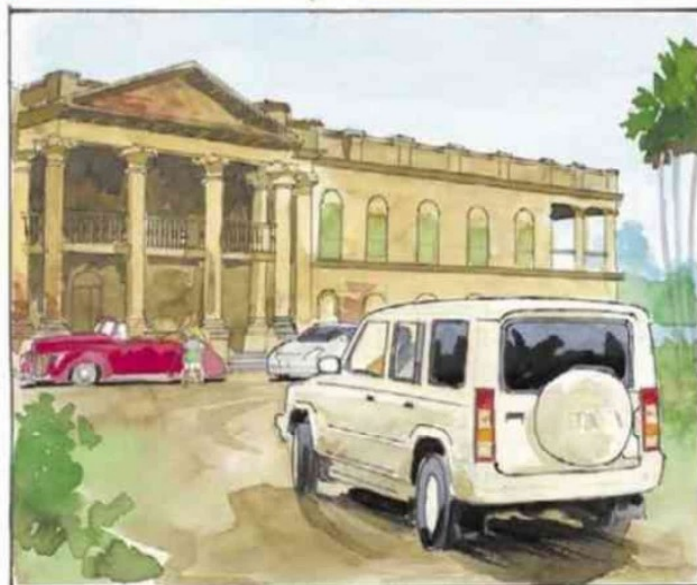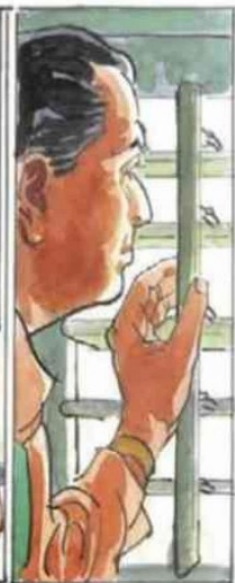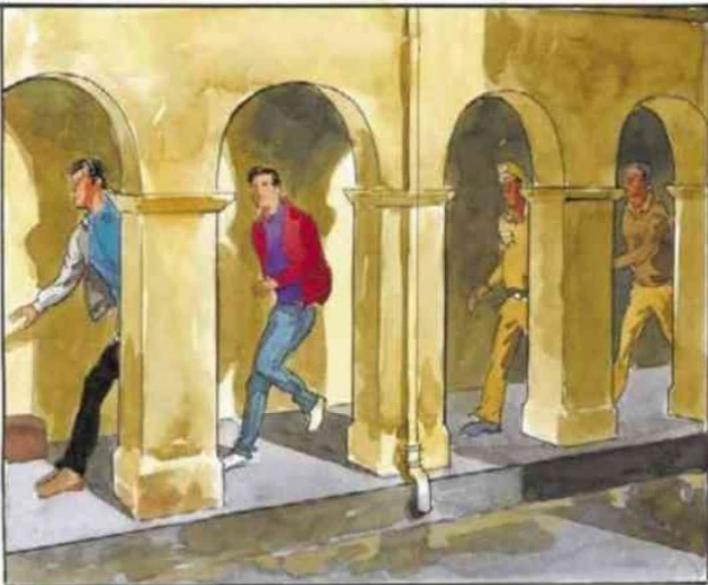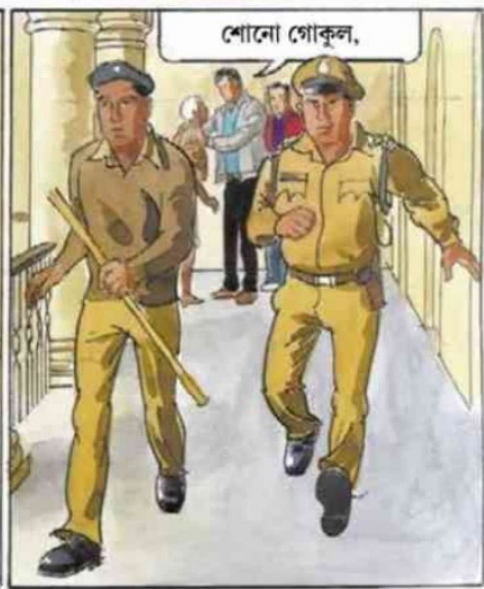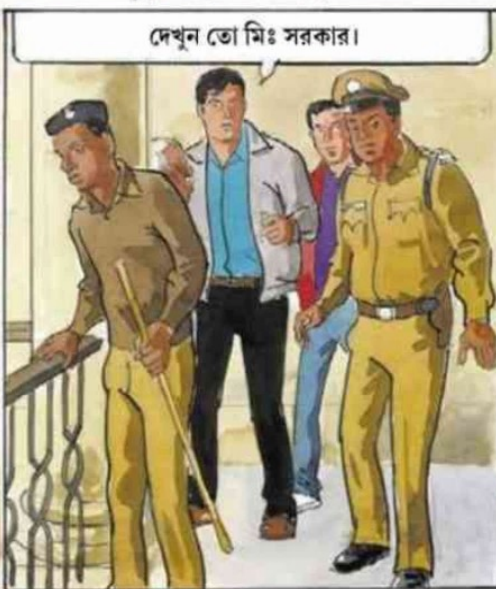
ছোটবাবু।

কবে?
যেদিন ছোটবাবু এলেন সেদিনই রাত্তিরে বাপ-বেটায় কথা কাটাকাটি হল। ছোটবাবু সিন্দুকের নম্বর চাইলেন। কর্তাবাবু বললেন, আমার টিয়া জানে। তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো, আমি বলব না।

পুকুরের দিকে নিয়ে আয় গাড়িটা

তার কিছুক্ষণ পরে...ছোটবাবু আর তেনার ডেরাইভারবাবু দু'জনে মিলে...

...দু'জনে মিলে কর্তাবাবুর লাশ নিয়ে গিয়ে ফেলল ওই দিঘির জলে গলায় পাথর বেঁধে। আমার মুখ বন্ধ করেছেন প্রাণের ভয় দেখিয়ে।

বুঝেছি, আর রাজেনবাবু বলে তো কোনও লোকই নেই তাই না?
ছিলেন, তবে তিনি মারা গিয়েছেন আজ দু'বছর হয়ে গেল।

পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার মজুমদার!

অ্যাঁ হ!

আঁ আঁ,
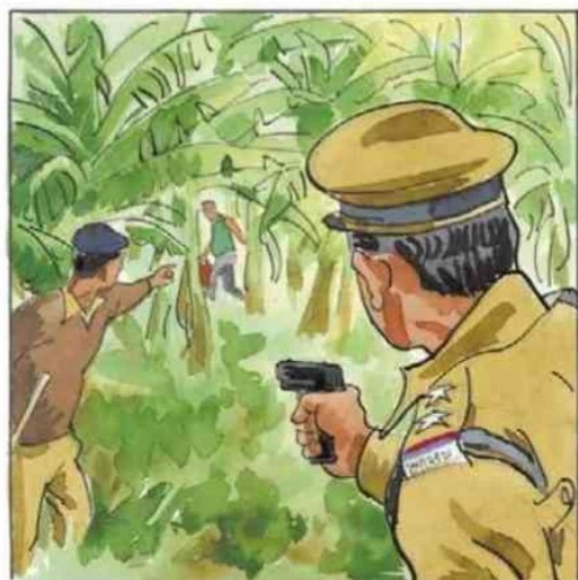
গয়নাগাটি, টাকা নিয়ে কুড়ি-পঁচিশ লাখ টাকার ব্যাপার...এত টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন কোথায়?
ব্যবসা করলেও জুয়া, বদ অভ্যেসের ফলে ইদানীং ধারদেনায় অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।
তাই দরকার পারিবারিক সম্পত্তি আর বাবার টাকা। বাবা দিতে রাজি না হওয়ায় বাবাকে খুন।
কী? মেনে নিচ্ছেন তো?
গোকুল এসবের সাক্ষী...বলো গোকুল।
কর্তাবাবু ছোটবাবুকে অনেক...
গোকুল
থামুন...ওকে বলতে দিন।
কর্তাবাবু ছোটবাবুকে বললেন, তোমার জুয়া আর বদ অভ্যাসের জন্য টাকার জোগান দিতে পারব না আমি...তারপরেই খুনটা করে...
এবং গলায় পাথর বেঁধে লাশ ফেলা হয়েছে দিঘিতে।
কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন...

অ্যাক্টিংয়ের বইগুলো তো আপনার?
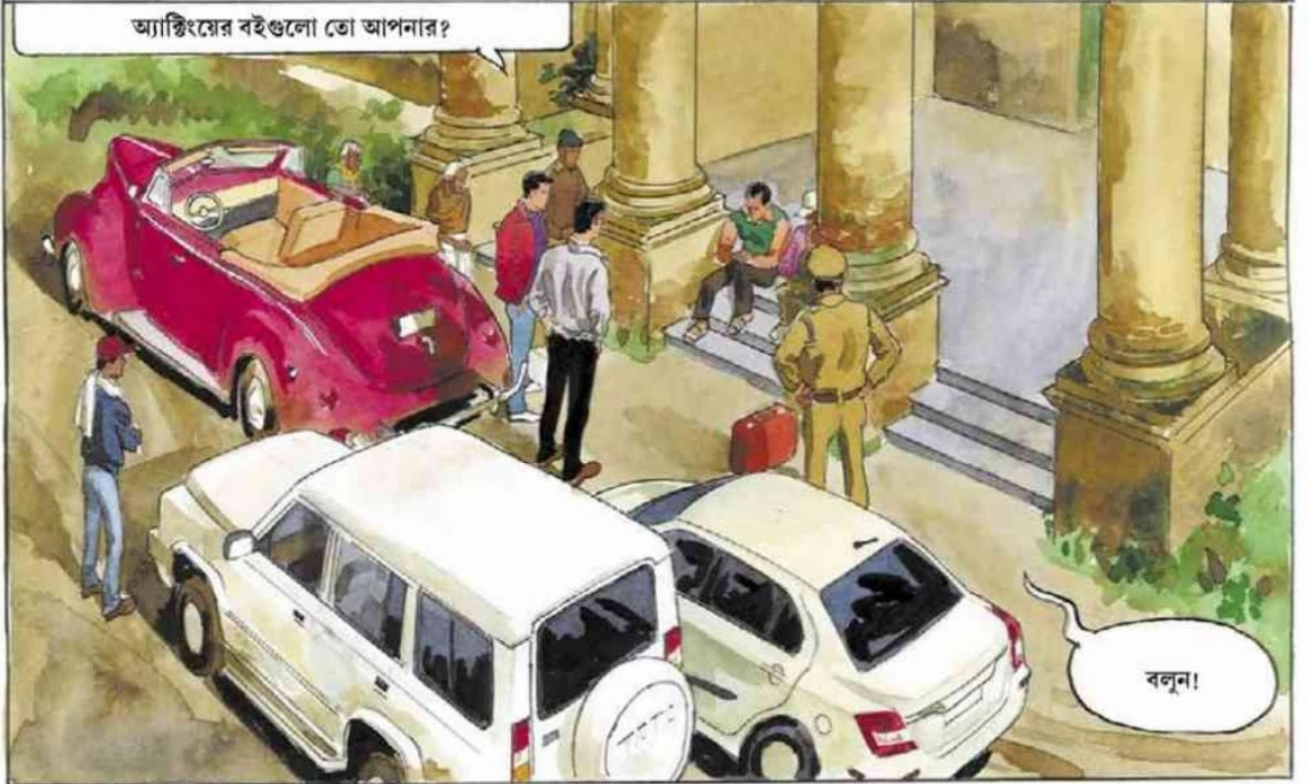
বলুন!

ছদ্মবেশে ওস্তাদ হয়েও নিজের হাতকে মেক-আপ করে কী করে তিয়াত্তর বছরের বুড়োর হাত করতে হয় সে বিদ্যে জানা ছিল না...তাই হাত দুটো কম্বলের নীচে রাখতে হয়েছিল।
সন্দেহ একেবারে পাকা হল, যখন সকালে দেখলাম কাদার উপরে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ির টায়ারের ছাপ পড়েনি।
তোমায় এখানে আসতে কে লিখেছিল?
সেটা কালীকিঙ্করবাবুই লিখেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। আর ইনি আসতে বাধা দেননি কারণ আমার বুদ্ধির সাহায্যে সংকেতটি জানার প্রয়োজন হয়েছিল।
কিন্তু 'ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে অবশ্যই...'
সেটা জানা আজ আর সম্ভব নয়।
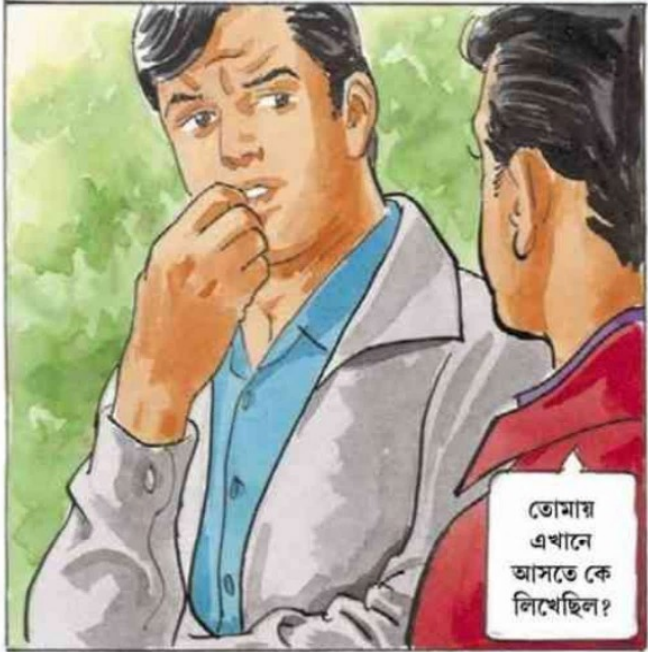
খুনির হাত থেকে উপহার নেওয়ার বাসনা আমার নেই। তোপসে বুকশেলফের ফাঁকগুলো ভরিয়ে দিয়ে আয় তো।
ত্রিনয়ন,
?
ও ত্রিনয়ন
একটু জিরো...
ত্রিনয়ন...

স মা প্ত